দেশবাসী তথা সন্তানদের প্রতি -
ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের আকুতি

শ্রীশ্রীঠাকুর আক্ষেপ করে জানিয়েছিলেন- "ডাকাতের কেসে জেলে নিয়ে হাজতে নিয়ে মারপিট করবে, সরকার কখন কোন্ কেসে ঝুলিয়ে দিবে ঠিক নাই । আমার রক্ত বেঈমানের রক্ত নয়, গৌরের রক্ত বেঈমানের রক্ত না। আমি এখানে গুরু সাজতে আসি নাই, ভগবান সাজতে আসি নাই, অর্থ সংগ্রহ করতে আসি নাই, আমার বাংলা ভারতবর্ষে আমি মহাপ্রভুর শেষ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ঘরের সন্তান হিসাবে এসেছি, তাই অনেক আলোচনা, অনেক সমালোচনা নিয়েই আমি এসেছি । তোমাদের পরিবারের আমি । বাচ্চা হিসাবে আমাকে গ্রহন কর, বাচ্চা হিসাবে নাও । মহাপ্রভুর মা আর আমার মা এক বাপের ঘরের এক রক্তের ।"

১৯৯৩ সালে আমাদের ঘরের বাচ্চা ছেলেটি ২৯শে জুন রাতের অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল বাবা-মা হিসাবে আমরা কি আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি ? সেই বাচ্চা কোথায় হারিয়ে গেল তাঁকে খোঁজার জন্য যা করা উচিৎ ছিল তা করেছি ? আমরা কি আইনের আশ্রয় নিয়েছি ? আমরা কোন কিছুই করিনি । শুধু তাই নয়, যে বাচ্চা ছেলেটি নেতাজীকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে অন্তরাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়েছিলেন, তাঁর নেতাজীর ফিরে আসার পথের কাঁটা গুলো কি আমরা সন্তান গন বা দেশবাসী পরিস্কার করেছি ? যে নেতাজীর অবদান আকাশে বাতাসে মিশে আছে তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছিলেন "গেট ভেঙ্গে দাও" রাস্তা পরিস্কার কর, তখন দেখ তিনি আসেন কিনা । "আমরা পাড়ে বসে চিৎকার করেছি । তাই শ্রীশ্রীঠাকুর তার কড়াচাবুকে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৬৮ সালে জানিয়েছিলেন - "পাড় থেকে চিৎকার করা আর নদীর মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে চিৎকার করা এক নয় । আমরা পাড়ে বসে চিৎকার করছি " আমরা দেশবাসী তাঁর দরজা বন্ধ রেখে আহ্বান করেছি । সমগ্র দেশবাসীর কথা বাদ দিলেও শ্রীশ্রী ঠাকুরের কাছে যারা দীক্ষা নিয়ে এক রক্তের সম্পর্ক সেঁধে ছিলেন , ত্রিশূল স্পর্শ করে যারা অঙ্গীকার করেছিলেন তারা কি ভূমিকা পালন করেছিলেন ? যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কড়াচাবুকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই কথা জানিয়েছিলেন, " আমার কয়েক কোটি সন্তান - তাদের জলে ঝাঁপ দিতে বলি, মুহুর্ত্ত বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বে । কেন ? কারন তারা জানে, আমি তাদের প্রাণের সাথে মিশে রয়েছি । আমি তাদের বুকে রাখি, তাদের শ্বাসের সাথে আমার শ্বাস মিশিয়ে রেখেছি " [কঃচাঃ ১/৪/১৯৮৭ ইং]

কিন্তু আমরা কতটুকু পরমপিতাকে শ্বাসে প্রশ্বাসে রাখতে পেরেছি সেটা তিনি অনেক আগেই আমাদের জেনে গিয়েছিলেন এবং ভাল করে বুঝে নিয়েছিলেন । তাই তিনি ১৯৮০ সালে আক্ষেপ করে বলেছিলেন- 'আমার একটাও (সন্তান) যদি একটু সজাগ থাকতা, আমার একটা কথার মূল্য তোমরা দিতা তা'হলে অন্য রকম হইয়া যাইতা । কিন্তু আমি পরিশ্রম কইরা যাইতেছি ...সেটা তোমরা বুঝতেও পারছো না ...বুঝতে পারছো না ।" আমার সব বীজ কাকের পেটে চইলা গেছে ... [ঘরোয়া আলোচনরার অডিও রেকর্ড]" এই কাক হল আমাদের অজ্ঞানতা । আমরা সন্তানগন/দেশবাসী/ এই সমাজের মানুষরা তাঁকে সন্তান হিসাবে গ্রহন করিনি এবং নেতাজিকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জলে নেমে চিৎকার করিনি । নেতাজীর

ফিরে আসার বিরাট মানব সেতু বন্ধন ভেঙ্গে দিয়েছি । আমরা ভক্ত ও শিষ্যের পোষাক পরে এই রাজনৈতিক সমাজ থেকে উঠে আসা ব্যক্তিরা গৌরের রক্তের সাথে বেঈমানী ও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি। মিথ্যা মামলায় তাঁকে জেলে পাঠাবার চেষ্টায় ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মিলিয়েছি তাই আক্ষেপ করে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৮ই অক্টোবর ১৯৬৪ সালে বজবজ সুভাষ উদ্যানে মুক্ত সভায় বলেছিলেন -"আমারই ঘরের পালিত ছেলে মীরজাফরের ভূমিকা নিয়েছে।" সব রকম হীন প্রচেষ্টা করা সত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুরের দেবতুল্য চরিত্রকে কলঙ্কিত করা যায় নি । "সমূহ কার অনুকূলে" এই কড়াচাবুকে ঠাকুর একটি ধাঙরের উদাহরন দিয়ে জানিয়েছিলেন একজন হরিজনেরও বিবেক আছে । সে প্রচুর অর্থের প্রলোভনে জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবকে ঘৃন্যভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । আমরা বঙ্গবাসী গৌরের রক্তের সাথে কি ব্যবহার করলাম !! ইতিহাস কি আমাদের ক্ষমা করবে ? বৈদিকবাড়ীর সদস্যদের মিথ্যা অভিযোগে নকসাল আখ্যা দিয়ে ঘর থেকে বের করে এনে গুলি করে হত্যা করেছি । গৌরের শেষ রক্তের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছি । এটাই বুঝি মহাপ্রভুর বঙ্গবাসীর কাছে পাওনা ছিল ? এতবড় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বিশ্ববাসীর সম্মুখীন আমরা হতে পারব তো ? পাঁচশো বছর পর মহাপ্রভুর শেষ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য গৌরের রক্ত বহন করে নিয়ে এসেছিলেন এ যুগের যুগত্রাতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ । কেন তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন - আমি গঙ্গার পাড়ে মরতে চাইনা, পদ্মার পাড়ে মরতে চাই, গঙ্গার পবিত্রতার চেয়ে পদ্মার বিশালতা আমাকে আকর্ষন করে বেশী। দেশ ও জাতীর মঙ্গলের জন্য তিনি আমাদের ঘরের সন্তান হিসাবে এসেছিলেন । তিনি নেতা বিহীন দেশে নেতা হিসাবে সুভাষ চন্দ্র বসুকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন । নেতাজীকে ফিরিয়ে আনার জন্য দেশের জনগনের মাঝে এক বিরাট প্ল্যাটফর্ম স্বরূপ বেদের আদর্শে এক বিরাট বড় মানবসেতু তৈরী করেছিলেন । কিন্তু ১৯৯৩ সালের পর ষড়যন্ত্রকারীরা সন্তান গণের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে সেই বিরাট Man bridge অর্থাৎ "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের" কাঠামোকে দলাদলির ভিত্তিতে ভেঙ্গে দিলেন । এইভাবে 'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের' কার্যধারা ব্যহত হল এবং ব্যক্তিগত আধিপত্যের লড়াইয়ে আলাদা আলাদা গ্রুপ ও দলে সমস্ত সন্তান গনকে বিভাজন করে দেওয়া হল। উপেক্ষা করা হল মূল সংগঠনের কার্যধারাকে যার ভিত্তিতে সকল সন্তানগণ পরস্পর পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে একই দেহের অঙ্গ স্বরূপ মূল কান্ডের সাথে যুক্ত ছিল । এইভাবে বিরাট মানব সেতু ভেঙ্গে দিয়ে সহজ সরল ভাই-বোনদের নিয়ে চারিদিকে সংগঠনের নামে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস চলছে । এই দৃশ্য যেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তাই বলেছিলেন- "আমার সব বীজ কাকের পেটে চলে গেছে , এই কাক হল তোমাদের অজ্ঞানতা ।" সন্তান গনের বিরাট অংশের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা সেই মানব বন্ধনের উদ্দেশ্য থেকে কর্মীদের অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে নানা প্রলোভনের মাধ্যমে । তার মধ্যে রয়েছে চীটফান্ড ও বই বিক্রির ব্যবসা এবং R.N.R ., এন্টারপ্রাইজ নামক সংস্থার লগ্নীকরনের নামে কালোটাকা সাদা করার জন্য সহজ সরল গ্রাম্য কর্মীদের আধার কার্ড ব্যবহার করা যা আয়কর দপ্তরের নজরেও এসেছিল এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তদন্তের পর্যায়ে রয়েছে । সন্তান দলের ব্যানার, ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন এগুলি ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যবহার করে রাজনৈতিক দলের কোন এক নেত্রীর পক্ষভুক্ত থাকার কথা উত্তরবঙ্গের বারবিশাতে মুক্ত

সভায় ঘোষণা করে । এই ভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের আধিপত্যের লড়াইয়ের দলাদলিতে সন্তান দলের কর্মীরা বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে । কিন্তু ব্যতিক্রমী অল্প সংখ্যক ভাইবোনেরা মেকীদের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সচেষ্ট রয়েছে । তারা দিকে দিকে ঐক্য বদ্ধ হতে শুরু করেছে । সংগঠনের ভিতর ভাইবোনদের অজ্ঞানতাই এই সব পরগাছা গুলি লালিত পালিত হচ্ছে । শাস্ত্রের মূল কথাই হল যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ । সেটা ভূলে গিয়ে কর্মীরা এখানকার রাজনৈতিক দলের গণিতের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে । এই রাজনৈতিক দলগুলির গণিতের যোগ,বিয়োগ, পূরণ, ভাগের ফলাফল দেখে এখানকার পরিস্থিতির ফলাফল মিলাতে বলেছিলেন শ্রীশ্রী ঠাকুর। ১৯৭৩ সালে তিনি কড়াচাবুকে কর্মীদের সতর্ক করে বলেছিলেন - "**অনেক সংখ্যার মত পরিস্থিতিও অনেক । আবার পরিস্থিতিও গনিতের মত চলে। সেখানেও যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগের পালা চলছে । কখনও সংখ্যা দিয়ে, কখনও যুক্তি দিয়ে । এই যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ -এটাই হলো এখানকার সমাজের ছক । যোগের বেলায় যোগ হচ্ছে, বাদটি হচ্ছে বিবাদের মধ্যে , কখনও জোর জুলুমেও বাদ হয়ে যাচ্ছে। ভাগটি হচ্ছে আরও মারাত্মক অবস্থা । যোগের বেলায় যারা যোগী; ভাগের বেলায় তারাই হলেন ভোগী । পূরণটা ভাগের ভাগীদারদের ভাগের পূরণ । পূরণের যে একটা পূর্ণরূপ আছে, সেটা আপাততঃ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না । তাই পূরণের পূর্ণফলের মিলতি জনগণ ভোগ করতে পারছে না । তবে দেখতে পাচ্ছি যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ ঠিকই হয়ে যাচ্ছে । এই ফমমূলাতে ফেলে আমাদেরও পরিস্থিতির ফল মিলাতে হবে ।**" এখানে কর্মীরা সচেতন দর্শকের ভূমিকা পালন না করে ভাগের ভাগীদারদের প্রলোভনের স্বীকার হয়েছেন । তাই তো সন্তান দলের প্ল্যাটফর্মে এই ভাগের ভাগীদাররা তাদের গণিতের হিসেব কষতে সন্তান দলের ব্যানারের নীচে সভা করে বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ অবলম্বন করার ঘোষনা করার সুযোগ পেয়ে যান । তার জন্য দোষী কারা ? এর পরেও কি এই দাবী করা যায় যে, আমরা একজন সচেতন দর্শক ও প্রকৃত সমঝদার ব্যক্তি ?

শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছিলেন, সন্তান দল সীমাবদ্ধ নয় । প্রথমতঃ সৃষ্ট বস্তু মানেই সন্তান পৃথিবীর জনগন সবাই সন্তান - সন্তান দল সেই ভাব ধারাতেই গড়া ...সব দল এই সন্তান দলেই আছে ।" সুতরাং সন্তান দল বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল বা "মা মমতার পাশে থাকবে" এই দাবি বর্তমান সন্তান দলের প্রেসিডেন্ট শঙ্কর সরকার কোন ভাবেই করতে পারে না । আমরা সচেতন নই বলেই এই মেকীরা বেদ কর্মীর পোষাকে জনগণকে সন্তান দলের ভাবধারা সম্পর্কে ভূল বার্তা দিয়ে চলেছে ।

"যে নাটক চলছে সমাজের বুকে , যে নাটকের ভূমিকা রচিত হচ্ছে মহাকাশের পটে, তোমরা তার দর্শক হও। কে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে যাচ্ছে, ভাল করে লক্ষ করো । তার পর ঠিক হবে আমাদের কর্ম পদ্ধতির ধারা ।" আমরা দর্শকের ভূমিকাই পালন করতে পারিনি তাই কর্মপদ্ধতির ধারা কি করে ঠিক করব ? বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কার্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বা মূল সংগঠনকে উপেক্ষা করে যদি দলাদলির ভিত্তিতে আমরা কর্মীরা দাদা নেতাদের অনুগামী হয়ে পড়ি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপদ্ধতির ধারার কি পরিনতি হবে ? এই বিষয়ে আমরা কখনও ভেবে দেখেছিলাম ? আমরা কি একজন সচেতন দর্শকের ভুমিকা পালন করেছি ? আমরা কি বর্ডার গার্ড দিয়ে যাও কাড়াচাবুকে প্রকৃত সমঝদার ব্যক্তির গল্পটি পড়েছি ? জেলের ভয়কে উপেক্ষা করে আপন সুরে সাড়া দিয়েছি ?

"বর্ডার গার্ড দিয়ে যাও" কড়াচাবুকে আগরতলার রাজা সমঝদার ব্যক্তিকে কেন পুরস্কৃত করেছিলেন ? গল্পটির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কি নির্দেশ দিয়েছিলেন ? আমরা সেই নির্দেশ গুলি পালন না করে কেবল মুখে মুখে বর্ডার গার্ড দিয়ে যাও এই কথাই বলেছি । কিন্তু কি করে বর্ডার গার্ড দিতে হবে সেই বিষয়ে আমরা বিশ্লেষন করতে পারিনি । এমনকি সচেতন এবং প্রকৃত সমঝদার ব্যক্তির মত সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার ও প্রতিবিধান করার প্রয়াস পর্যন্ত করিনি । শত্রুকে ঘরে লালন পালন করে এটা বলে চলেছি যে 'বর্ডার গার্ড দিয়ে যাও" সব আপনা আপনি হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি । এই সব ভাববাদের কথা বলে বেদের বাস্তব ধারা থেকে কর্মীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে । সব যদি আপনা আপনি হয়ে যেত তবে বর্ডার গার্ড দিতে বলা হল কেন ? এই বিষয়ে বাস্তববাদীর ন্যায় আমাদের ভাবতে হবে , বিশ্লেষণ করতে হবে প্রকৃত গুনী ব্যক্তিকে চিনতে হবে । যাতে বিরুদ্ধ শক্তি ঢুকতে না পারে, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে । আমরা সচেতন দর্শক নাকি অচেতন দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছি এই বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে ! আমরা যদি সচেতন হতাম বা বর্ডার গার্ড দিতে পারতাম তবে আমাদের মূল সংগঠন এর কান্ড থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরতাম না ! ১৯৯৩ সালের ঘটনার পর 'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের" সেক্রেটারী শ্রী দ্বীজেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তী যাকে সকলেই উপেক্ষা করে চলছিল তাঁর কাছে ৯৩ সালের পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন উত্তরবঙ্গের দেবেন্দ্র নাথ বর্মা এবং হরেরাম বনিক ব্যক্তিগণ । উনারা সেই সময় চিত্ত সিকদারের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । পরবর্তীকালে গৌর দত্তের পুত্র বাবন দত্তকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কলমের গাছ বলে দেবেন্দ্র বাবু তার বইয়ে দাবি করে-ছিলেন। উনারা সুশীল মুখার্জী, চিত্ত সিকদার, অচল সেন এবং দ্বীজেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তী প্রত্যেকের কথাই রেকর্ড করে উত্তরবঙ্গের ভাইবোনদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। সর্বত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উনারা রেকর্ড গুলি ভাইবোনদেরকে শুনিয়েছিলেন কিন্তু বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের গভর্নিং বডির সেক্রেটারী দ্বীজেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তীর বক্তব্যটি বাদ দিয়ে । এই ভাবে বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের গভর্নিং বডির সেক্রেটারীকে সর্বত্রই উপেক্ষা করা হয়েছিল । এই উপেক্ষা ১৯৯৩ সালের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল । ১৯৯৫ সালে আলীপুরদূয়ার নিউটাউন বালিকা বিদ্যালয়ের সভায় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চিত্ত সিকদার ভাইবোনদের জানিয়েছিলেন, "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের" সম্পর্কে নাকি তিনি জানেননা, শুনেছিলেন- ঠাকুর একটি সুপার কমিটি করেছিলেন । ঐ কমিটিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন না । তাতে কে রয়েছে তিনি সেই বিষয়ে কিছুই নাকি জানেন না এবং বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কোন activity তিনি আজ অবধি দেখেননি । এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন সন্তান গনের বা সন্তান বর্গের ১০/১২ টি সংগঠনের সদস্যপদ যারা অলঙ্কৃত করেছেন তারা প্রত্যেকেই বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং মূল সংগঠনের প্রতি তারা প্রত্যেকে শ্রদ্ধা বা owe allegiance বজায় রাখবেন ।- এটাই মূল সংগঠনের দলিলে উল্লেখ করা রয়েছে । সকল সংগঠনের মিলিত কাজই হল "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কার্যধারা" । চলার পথ কড়াচাবুকে এটা বলা হয়েছে যে, **বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কার্যধারা অর্থাৎ শ্রীশ্রী ঠাকুরের মতবাদ কে সুপরিকল্পিত ভাবে বাস্তবে রূপায়নের জন্য এই বিভিন্ন সংগঠন গুলি মূল সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ।** তাহলে ১৯৮৮ সালের পর যারা বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের সাথে যুক্ত অথচ মূল সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠা নেই তারা কি

শ্রীশ্রী ঠাকুরের আদর্শ ও মতবাদে বিশ্বাসী ? সুতরাং যারা বলছেন, বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কোন activity আজ পর্যন্ত দেখেন নি তারা কারা ? তারা কোন্ সংগঠনের কার্যধারার সাথে যুক্ত ? এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন ১৯৮৮ সালে সন্তান দল S/8338 সহ প্রতিটি সংগঠনকে বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের গভর্নিং বডির অর্ন্তগত করে দেওয়া হয়েছিল কাজের সুবিধার্থে । সেই সময় চিত্ত সিকদার চারিদিকে নিজেকে ঠাকুরের মনোনীত সেক্রেটারী বলে এমন ভাবে আত্মপ্রচার করেছিলেন যার কারনে সাধারন গুরু ভাইবোনেরা উনাকে ঠাকুরের পরবর্তী স্থানটি দিয়ে দিয়েছিলেন । যখন তাদের চিত্তদাকে মূল সংগঠনে স্থান দেওয়া হয়নি তখন দাদা পন্থীরা দলাদলির ভিত্তিতে মূল সংগঠনকেই উপেক্ষা করতে শুরু করে । তখন থেকেই আধিপত্যের লড়াই শুরু হয় সংগঠনের মধ্যে দলাদলির ভিত্তিতে । এই আধিপত্যের লড়াইয়ে চিত্ত সিকদারের অভিনব আবিস্কার ঠাকুরের মনোনীত একমাত্র সেক্রেটারী তিনিই । এই দাবিটি এখনও তিনি করে চলেছেন। এই মনোনীত কথাটি সন্তান দলের মধ্যে বৈষম্য ও দলাদলি তৈরী করে । দাদা জ্যাঠার মোহে যারা এতকিছু জানার পরেও চিত্ত দা একমাত্র সন্তান দলের মনোনীত সেক্রেটারী প্রচার করে চলেছেন, তারা শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩ সদস্য গভর্নিং বডি বা তার সেক্রেটারী দ্বীজেন্দ্র চক্রবর্তীকে মেনে নিতে পারেননি । কারন গভর্নিং বডির কারনে চিত্ত সিকদারের "মনোনীত" কথাটি গুরুত্ব যেন হারিয়ে গিয়েছে। সম্ভবত এই কারনেই চিত্ত সিকদারের মনে ঠাকুরের প্রতি রাগ ! তাই তিনি **"বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের"** বিষয়ে কিছুই জানেন না এই কথা গুলি ১৯৯৫ সালে ভাইবোনদেরকে জানিয়েছিলেন । কিন্তু ১৯৯৩ সালে চিত্ত সিকদারের সাক্ষর করা এক চিঠিতে "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের" নামটি কিন্তু উল্লেখ রয়েছে । অর্থাৎ তিনি বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের activity -তে এসেছেন কিন্তু মূল সংগঠনের কার্যধারাকে অশ্রদ্ধা করে চলেছেন এটাই প্রমানিত হচ্ছে ।

President
SANTAN DAL
Secretary
SANTAN DAL

সৌজন্যেঃ স্বপন সরকার
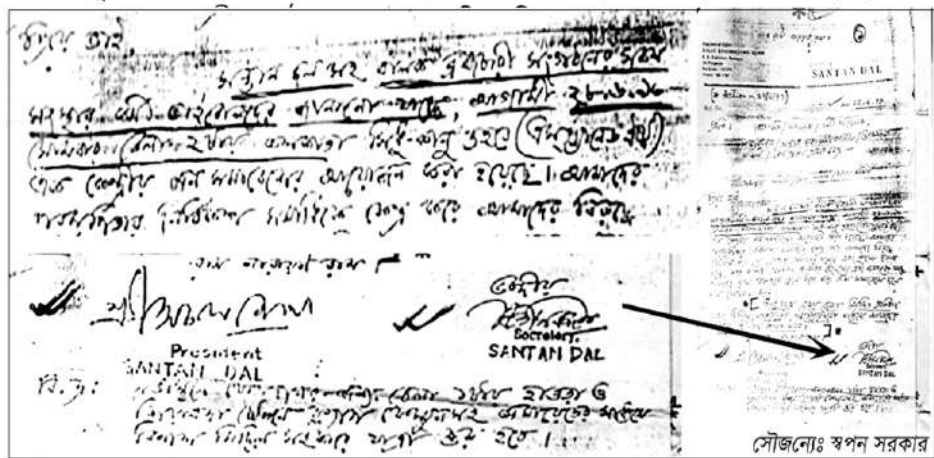
[সন্তান দল সহ বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের সকল সংস্থার কর্মী ভাইবোনদের জানানো যাচ্ছে আগামী ২৮-৬-৯৩ সোমবার বেলা ২ টায় কলকাতা সিধু-কানু ডহরে (এক্সপ্লেনেড ইষ্ট) এক কেন্দ্রীয় জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে । আমাদের পরমপিতার নির্বিকল্প সমাধিকে কেন্দ্র করে ... । সাক্ষরে /- শ্রী অচল সেন (প্রেসিডেন্ট সন্তান দল) শ্রী চিত্ত সিকদার (সেক্রেটারী সন্তান দল)]

চিত্ত সিকদারের এই মন মানসিকতা সংগঠনের বৃহৎ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । তিনি মূল সংগঠনকে পাশ কাটিয়ে আলাদা করে নিজের ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফেলেছিলেন, এই পরিস্থিতিতে ১৯৯৩ সালে বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের গভর্নিং বডির সেক্রেটারীর কাছে দেবেন বর্মা সহ আরও অন্যান্যরা কিছু প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন । সেই প্রশ্নের উত্তরে দ্বীজেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন -

" ...সত্যসন্ধানী ডুবুরী আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে । আমি ডুবুরী নই । সবাই যে ভাবে ডুব দেবে আমিও সেভাবে ডুব দেব । সবাই যে ভাবে ভেসে উঠবে আমিও সে ভাবে ভেসে উঠবো । সবসময় সমস্ত ভাইবোনদের সাথে আমি ছিলাম... থাকব, যতক্ষন পর্যন্ত.. পৃথিবী থেকে না যাই ততক্ষন পর্যন্ত আমি পরমপিতার কাজ ... করব । এখনও কাজ করছি এবং সাংগঠনিক কাজ যে ভাবে আপনারা দেখে অভ্যস্থ হয়তো সে ভাবে আমাকে না পেলেও আমি সংগঠনের জন্য সেই কাজ পরমপিতার নির্দেশিত যে পথ আমার উপরে আছে আমি ঠিক সেই ভাবে কাজ করে যাচ্ছি । পরমপিতার যে নির্দেশিত পথ ধরে আমাকে চলতে হচ্ছে, সেই নির্দেশিত পথটি আপনাদের কাছে খুলে বলতে হয় , কিন্তু সেটা সম্ভব নয় বলে আমি কখনও তা বলবো না এমন কথাও না । তার একটা পিরিয়ড আছে । সেই পিরিয়ডটার জন্য আমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে । আমি নীরব থাকলেও যে নীরবতা আমি অনুভব করছি তারও একটা কারন আছে । কারন আমি চাই না ভাই বোনেরা হারিয়ে যাক, ফুরিয়ে যাক এটা আমি চাই না । ... ঘরে বসে আছি দীর্ঘ দিন যাবৎ হয়তো অনেক ভাই বোন ভাববেন বা ভাইবোনেরা হয়তো ভেবেছেন ----এত নীরব আমি কেন ? নীরবতার মধ্য দিয়েও যে একটা কাজ হয়, সেটা আমাদের পরমপিতার মতে আছে এবং সেই নীরবতার মধ্যে দিয়েও সক্রিয় হয়ে কাজ করা যায় তাও আছে । তাই আমি, আমার প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে -আমি এখনও কাজ করছি।এখন প্রশ্ন হল সংগঠনের কাজ কি ভাবে হওয়া উচিত? এই বর্তমান পরিস্থিতিতে (১৯৯৩ সালের পর) কি ভাবে কাজ হওয়া উচিৎ- সেটা বর্তমান পরিস্থিতির সম্বন্ধে সমস্ত ভাই বোনেরা সম্পূর্নভাবে ওয়াকি বহাল নয়, ঘটনা ঘটেছে সে ঘটনা অত্যন্ত মর্ম বিদারক, অত্যন্ত বেদনাদায়ক সে ঘটনা ঘটে গেছে। সন্তান দলের প্রত্যেকটি কর্মী, প্রত্যেকটি ভাই এবং বোন সেই ঘটনা সম্বন্ধে তারা আলোচনা করুক । তারা চিন্তা করুক... ভাবুক এবং প্রতেকটি মানুষের মধ্যে সেই ভাবনা যেন আবার নতুন করে পরিবেশন করা যায় তার জন্য **প্রত্যেকটি ভাই বোন একত্রিত হয়ে বসুক** এবং তারা একত্রিত হয়ে বসে বসে পরমপিতার চিন্তা,পরমপিতার চর্চা, পরমপিতার নাম সংকীর্তণ, পরমপিতার জপ, এগুলি তারা যেন সব সময় করেন এবং দিকে দিকে নাম ও সংকীর্তন যাতে প্রবল ভাবে আরম্ভ করা যায় সেই প্রচেষ্টা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তারা যদি করে যেতে পারেন, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যারা বলছেন পরমপিতা চলে গেছেন আর আসবেন না , পরমপিতা এই অবস্থায় আছেন , সেই অবস্থায় আছেন এসব কথা যারা বলছেন, তারা পরমপিতার সন্তান হতে পারেন কিন্তু পরমপিতার সন্তানের সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখেন না । " প্রশ্ন হ'ল -

১। নিরবতার মধ্যে দিয়েও কি ভাবে সক্রিয় হয়ে দ্বীজেন্দ্র চক্রবর্তী কাজ করেছিলেন ?

২। ভাই-বোনদের হারিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন কেন উঠেছিল ?

৩। সবাই যে ভাবে ডুব দেবে আমিও সেভাবে ডুব দেব । সবাই যে ভাবে ভেসে উঠবে আমিও সে ভাবে ভেসে উঠবো এই কথার মানে কি ?

"সন্তান দল"
নামটি বিরাট অর্থ
বোধে ব্যবহার
করা হয়েছে

'সন্তান দল'

সন্তান দল সম্পূর্ণ বেদভিত্তিক, প্রকৃতির বেদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই সংগঠন যে সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেছে, একথা বলা যায় না। যে কোন সংগঠনেরই তৈরী হতে সময় লাগে। বেদের যে আদেশ বা নির্দেশ আছে, সেইভাবে না চললে প্রতিকাজেই ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভবনা। দেশের জনগণ বেদের সুরে, বিবেকের সুরে, মহাকাশের অনন্ত সুরের সাড়ায় জেগে উঠুক। প্রতিটি মানুষ মুক্তির পথের পথিক হয়ে বন্ধনকে ছিন্ন করে এগিয়ে চলুক, এই তাদের একমাত্র কামনা। তারা দলভারী বা গদির চিন্তা করছে না। -ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী

[কঃচাঃ ক্ষমতা অর্জনের চেয়ে ক্ষমতা সদ্ব্যবহার করাই কঠিন]

সন্তান **দল** **গণ**

সন্তান গণ / বর্গের আদর্শ / মতবাদ

সন্তানগণের আদর্শ

''আদিবেদের প্রথম কথাই হ'ল, একই সূর্যের ঔরসে, ধরিত্রী মায়ের গর্ভজাত **সন্তান** আমরা। একই আকাশ-বাতাস, আলো, জল, বায়ুর দ্বারা আমরা পরিপুষ্ট। সুতরাং এই পৃথিবীতে শুধু মানুষ নয়, প্রতিটি জীবেরই অধিকার সমান।'' [কঃচাঃ সশস্ত্র বিপ্লব খুন নয়, অপারেশন]

দল শব্দটি বহুবচন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

↓

দল শব্দের অর্থ গণ,

↓

সন্তানগণ বা সন্তানবর্গ

↓

দেশের সন্তানবৃন্দকে নিয়েই এটিকে দল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার যেন কেউ এবিষয়ে ভুল না করে।

[কঃচাঃ বেহুঁশভাবে চললে পরে তহবিলের মাল যাবে চুরি]

↓

দেশের সন্তানগণ বা সন্তানবৃন্দকে নিয়েই গঠিত হয়েছে এই সন্তানদল।

[কঃচাঃ ক্ষমতা অর্জনের চেয়ে ক্ষমতা সদ্ব্যবহার করাই কঠিন]

সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই সন্তান, পৃথিবীর জনগণ সবাই সন্তান- "সন্তান দল"সেই ভাব-ধারাতেই গড়া " জগৎ সৃষ্টি হয়েছে সমতার সুরে- সৃষ্টবস্তু তাই সম অধিকারে অধিকৃতি। সাম্যবাদ এখানেই প্রতিষ্টিত। বৈদিক সাম্যবাদে সবার সমান অধিকার থাকবে, ব্যক্তিগত ও একচ্ছত্র আধিপত্য চলতে পারবে না। এখানে ব্যক্তির পূজা চলবে না।

↓↑

সন্তান

সন্তান দলের মতবাদ
বেদভিত্তিক সাম্যবাদ

পিতা সন্তান সৃষ্টি করেন নিজ ঔরস-জাত রক্ত দিয়ে, তাই বলা হয়, তারা এক রক্তের ধারা বহন করছে, তারা এক বংশের। এই যে 'এক রক্তের' কথাটি বলা হ'ল, এইভাবে এক সূর্যের, এক চন্দ্রের, এক আকাশ-বাতাস জল মাটির সন্তান আমরা- এই একাত্মবোধ ধীরে ধীরে অন্তরে অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে। শুধু মাত্র মুখের কথায় একাত্ম হলে চলবে না। যারা যে চিন্তায় আছে, সেই সেই চিন্তার সুর বা ধ্বনি দিয়েই তাদের আপন করে নিতে হবে।

[কঃচাঃ ক্ষমতা অর্জনের চেয়ে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করাই কঠিন।]

-ঠাকুর

সাম্যবাদকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হলে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে সাম্যবাদের এই মঞ্চটি তৈরী করতে হয়। আদি বেদের প্রথম কথাই হ'ল - শিক্ষায় দীক্ষায় আশ্রয়ে, খাদ্যে সবারই সমান অধিকার, সমান অংশ থাকবে।

[কঃচাঃ সশস্ত্র বিপ্লব খুন নয়, অপারেশন

'আমি তো অনেকদিন বলেছি, **'সন্তান দল'** কোন বিশেষ দলভুক্ত নয়। **'সন্তান'** বলতে আমি ***দেশের প্রতিটি সন্তানকেই বুঝি।*** যারা দেশকে প্রকৃতভাবে, ভালবাসে, দেশের সকলের মঙ্গলার্থে, প্রতিটি নরনারীর জাগরণের কথা চিন্তা ক'রে সেইভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে চলেছে, **তারাই তো দেশের সন্তান, দেশমাতৃকার সন্তান।** সুতরাং সন্তানদল কোন দলাদলি বা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই নেই।

[কঃচাঃ জানোতো, মার খেয়ে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ]

"বিশ্বের প্রতিটি সন্তানকে নিয়েই বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন

[কড়াচাবুক ঃ চলার পথ ১৯৮৮ ইং]

Regd. No. WB/SC-40
KADA CHABUK
SPECIAL ISSUE
1st August 1988
বিশেষ সংখ্যা
১৬ই শ্রাবণ ১৩৯৫
মূল্য—৫০ পয়সা

''পরপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের কোটি কোটি সন্তানকে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে প্রকৃতির আদর্শের ধারাবাহিকতার ধারায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য এবং প্রতিটি সন্তানের মাঝে মানবতা বোধ জাগরনের প্রয়াসে '**বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র এই বিরাট সংগঠনকে প্রধানতঃ ৮টি সংগঠনে বিভক্ত করা হয়েছে কাজের সুবিধার্থে** । যথা - 'সন্তান দল', ' বালক ব্রহ্মচারী অর্গানাইজেশন্' , ' আলোচনা চক্র' , 'এ্যাকশন্ কমিটি', 'কর্মী বাহিনী', 'শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্টি পরিষদ', ' শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী সেন্টার অব, কালচার এন্ড এডুকেশন্ এবং 'মৈত্রেয়ীমহল মহিলা কর্মী সংঘ' ইত্যাদি । যেমন একই মূল কাণ্ড হ'তে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ও পত্র পুস্পের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক বিরাট মহীরুহ এবং পরিশেষে ফলভারে নত হয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করে, ঠিক তেমনিভাবেই **'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র কার্যধারাকে** অর্থাৎ **শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ ও মতবাদকে** সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য **এই বিভিন্ন সংগঠনগুলি মূল সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত** । প্রকৃতির আদর্শলিপি পাঠ করে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্ররাজির মতো বিবাদবিহীনভাবে **মিলনের ধারাপাতা রচনা করাই প্রতিটি সংগঠনের মূল লক্ষ্য** ।'' [অর্থাৎ বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন বিবাদ তৈরী করার জন্য নয় ।]

বিঃদ্রঃ শ্রীশ্রী ঠাকুরের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়নের জন্য বিভিন্ন সংগঠন গুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্যে বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের গুরুত্ব রয়েছে । **কারন,** প্রতিটি সংগঠন মূল সংগঠনের (বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । তাই সন্তানগনকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখাতে মূল সংগঠনের বিরোধিতা না করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত আবশ্যক ছিল । প্রতিটি সংগঠন যেহেতু বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের অন্তর্গত আবার প্রতিটি সংগঠনের কর্মীদের যেহেতু "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র সদস্য হিসাবে মূল সংগঠনের দলিলে বিবেচনা করা হয়েছে । তাই প্রত্যেক সংগঠনের সদস্যরা বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের সদস্য এবং তাদের প্রত্যেকের ঐক্যবদ্ধ মিলিত কর্মপ্রচেষ্টাই বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের activity । যারা বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের activity দেখেন নি এই দাবি করেছিলেন তারা শ্রীশ্রী ঠাকুরের আদর্শও মতবাদকে বাস্তবে রূপায়নের জন্য সাংগঠনিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না । তারা আধিপত্য লাভের প্রচেষ্ঠায় "মনোনীত" কথাটিকে বেশী প্রচার করে চলেছিলেন । বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনকে উপেক্ষা করার অর্থ প্রতিটি সংগঠনের কর্মীরা একে অপরের কাছে হারিয়ে যাওয়া । তাই দ্বীজেন্দ্র চক্রবর্তী বলেছিলেন, -আমি ভাই-

বোনদের হারাতে চাইনা, সবাই যে ভাবে ডুব দেবে আমিও সেভাবে ডুব দেবো । সবই যে ভাবে ভেসে উঠবে আমিও সেভাবে ভেসে উঠবো, গভীর তাৎপর্য পূর্ণ উক্তি ! কিন্তু উনার সেই বক্তব্যের গুরুত্ব দেননি দেবেন বর্মার মত শিক্ষিত ব্যক্তিরা যিনি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকও ছিলেন । উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে দ্বীজেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তীর বক্তব্যের রেকর্ডটি সেদিন তারা চেপে গিয়েছিলেন । বর্তমানে সেই রেকর্ড আমাদের হাতে এসেছে যা ভাই বোনদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে । যেহেতু আমরা সকলেই 'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'কে উপেক্ষা করে দাদা নেতাদের হাত ধরে পথ চলতে শুরু করেছিলাম এবং "মনোনীত" কথাটিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলাম সেই পরিস্থিতিতে দ্বীজেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তীর পক্ষে নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না এমনটাই অনুভব করা যাচ্ছে । তিনি নীরবে একা মূল সংগঠনের কান্ডকে জীবিত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে **'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র অন্তর্গত সকল সংগঠন গুলো জীবিত থাকে** এবং ভাইবোনেরা একে অপরের কাছে সাংগঠনিক ভাবে হারিয়ে না যান ! বর্তমান সন্তান দলের সেক্রেটারী অঞ্জন দেব মূল সংগঠনের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন । কারন তিনি মূল সংগঠনের গভর্নিং বডির ১৩ সদস্যের একজন মেম্বার হয়ে শংঙ্কর সরকারের সহযোগী হয়েছেন, যে শংকর সরকার উত্তরবঙ্গের ভাই বোনদের ১৯৯৩ সালের ঘটনার C.B.I. তদন্তের দাবি করার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যদি সি.বি.আই. তদন্ত চাওয়া হয় তবে অঞ্জন দেব ও চিত্ত সিকদারের নাকি ফাঁসি হয়ে যাবে । চিত্ত সিকদার ও অঞ্জন দেবের পক্ষে শংকর সরকারের এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ না করার পিছনে তাদের কোন্ দুর্বলতা লুকিয়ে রয়েছে ভাই-বোনদের এই বিষয়ে ভাবতে হবে । তাহলে কি শংকর সরকার ১৯৯৩ সালের সত্য গোপন করে চলেছেন ? এই শংকর সরকার আবার উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা স্বপন সরকারকে জানিয়েছিলেন, তিনি ১৯৯৩ সালের ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না । অথচ তিনি সব জানেন, যা বললে অপরাধীদের ফাঁসি হয়ে যাবে ! বিনা বিচারে অপরাধী বলা আইন সঙ্গত নয় কিন্তু ফাঁসির প্রশ্নে এবং তাদের দ্বিচারিতার নমুনা দেখে বলতে হচ্ছে । উত্তরবঙ্গের ভোটপট্টীতে সন্তান দলের এক অনুষ্ঠানে স্বপন বাবু যখন ৯৩ সালের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন তখন শংকর সরকার কড়জোড়ে নত হয়ে উনার কাছে আবেদন করেছিলেন যাতে ৯৩ সালের ঘটনা ঐ মঞ্চে আলোচনা না করা হয় , স্বপন বাবুকে তিনি সেদিন বলতে দেননি। আশ্চর্যের বিষয় হল শংকর সরকার ৯৩ সালে ছিলেন না অথচ সব ঘটনা সমন্ধে তিনি অবগত রয়েছেন । অর্থাৎ তিনি আড়ালে থেকে সব প্রত্যক্ষ করেছিলেন কে কোথায় কি করে চলেছেন ! ১৯৯৩ সালের ঘটনার উপর ভবিষ্যতে যদি কোন তদন্ত করা হয় সেই আশঙ্কা থেকে চিত্ত সিকদার আগে থেকেই তার 'নির্বিকল্প সমাধি বইয়ে জানিয়ে রেখেছেন- ১৯৯৩ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ব্যক্তিগত অভিমান বশতঃ তিনি ৭/৮ মাস ঠাকুর বাড়ী যান নি, হুগলির হিন্দ মোটরে ঘরোয়া সভা মিটিং করে চলেছিলেন । শংকর সরকার ৯৩ সালে ছিলেন না অথচ এমন কিছু জানেন যা বললে চিত্ত সিকদার ও অঞ্জন দেবের ফাঁসি হয়ে যাবে আবার চিত্ত সিকদার ১৯৯৫ সালে জানিয়েছিলেন-"সত্য উদঘাটন করতে চাইনা অনেক দূর গড়াবে !" বিষয়গুলোর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নিশ্চয়ই CBI তদন্তের দাবি রাখে । শংকর সরকার কেন সত্য জেনেও অপরাধীদের আড়াল করতে চাইছেন ? আবার চিত্ত সিকদারও কেন সত্য গোপন করে অপরাধীদের আড়াল করতে চাইছেন । অর্থাৎ চিত্ত সিকদার অপরাধী!এটা জেনেও শংকর সরকার কেন চেয়েছিলেন **"পূর্ণাঙ্গ" সন্তান দল** চিত্ত সিকদারের

নেতৃত্বে পরিচালিত হোক ? বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাইবোনদের ভাবতে হবে আসলে এরা কারা ? কি উদ্দেশ্যে সন্তান দল সংগঠনে এসেছিলেন ? শংকর সরকার "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র কার্যধারা অর্থাৎ শ্রীশ্রী ঠাকুরের মতাদর্শকে বাস্তবে রূপায়ন করার জন্য সন্তান দলের প্রেসিডেন্ট হন নি, বাংলার তৃনমূল পার্টির সুপ্রিমোর পাশে সন্তান দলকে নিয়ে দাঁড় করানোই যেন তার মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তিনি ভাই বোনদের মা মমতার পাশে থাকার জন্য উত্তরবঙ্গের বারবিশাতে সন্তান দলের মুক্ত সভায় আবেদন রেখেছিলেন । ভাইবোনেরা উনার বেদ বিরোধি কথাগুলি শ্রবন করেছিলেন কিন্তু প্রতিবাদ করেন নি ? তাহলে দ্বীজেন্দ্র চক্রবর্তী কেন নীরব ছিলেন সেটি আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই । আমরা ফ্রেকশান এর কাটাকাটিতে পড়ে গিয়েছি ।

১৯৯৩ সালের ঘটনার তদন্ত চাওয়া মানেই রাজ্য সরকার বেকায়দায় পড়বে শংকর সরকার এটা সম্ভবত চান না ! এই কারনেই ১৯৯৩ সালের ঘটনা উনার কাছে সাবজেক্ট বা বিষয় নয়, এমনকি বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কার্যধারাও উনার কাছে সাবজেক্ট বা বিষয় না এটাও তিনি প্রমান করে দিয়েছেন "সমগ্র কড়াচাবুক সংকলন" বইটি প্রকাশ করে । সুকৌশলে সমগ্র কড়াচাবুক সংকলন বইয়ের ৭৫৫ পাতায় শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের মুখনিসৃত বেদবানী "আগে জান তার পর মন্তব্য" মূল কড়াচাবুকের বক্তব্যকে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে পরিবর্তন করে " বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের নামটি মুছে দিয়ে সেখানে "সন্তান দল"কে মূল সংগঠন বলা হয়েছে । এটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে একটি ষড়যন্ত্র । ঐ সমগ্র করাচাবুক বইটির ভূমিকা লিখেছেন চিত্ত সিকদার মহাশয় । শুধু তাই নয়, "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের" মুখপাত্র 'কড়াচাবুকের' মূল বক্তব্যকে বিকৃত করে সেই কড়াচাবুকের উপর শংকর সরকার সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত দাবি করেছেন ২০০২ সালে । মূল সংগঠনের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করে কড়াচাবুকের উপর কলম চালিয়ে এই রূপ সর্বস্বত্ব দাবী করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ কিনা সেই বিষয়ে আইনী পরামর্শ নিলে বিস্তারিত জানা যাবে ।

কড়া চাবুক

আগে জ্ঞান, তারপর মন্তব্য
—ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী

সংগঠনের লোক আছে এবং তারা নিজ নিজ পার্টির কাজ সুন্দর ভাবে করে যাচ্ছে। তাতে আবার অনেকে ভুল করে। যখন যে পার্টিতে সন্তানদলের ছেলেদের কাজ করতে দেখে, অন্যান্য পার্টির লোকেরা মনে করে, সন্তানদল বুঝি ঐ পার্টির অনুগত। এইভাবে ভুলবোঝাবুঝিটাই বেশী হচ্ছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ পার্টির কাজ করুক, আমরা সেটাই চাই। একথা সবাইকে বহুবার বলা হয়েছে।

"বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র" এই বিরাট সংগঠনকে প্রধানতঃ আটটি সংগঠনে বিভক্ত করা হয়েছে কাজের সুবিধার্থে। যথা— 'সন্তানদল', 'আলোচনা চক্র', 'এ্যাকশন কমিটি', 'বালক ব্রহ্মচারী

"বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র" এই বিরাট সংগঠনকে প্রধানতঃ আটটি সংগঠনে বিভক্ত করা হয়েছে কাজের সুবিধার্থে। যথা— 'সন্তানদল', 'আলোচনা চক্র', 'এ্যাকশন কমিটি', 'বালক ব্রহ্মচারী

মূল কড়াচাবুকের কপি

মূল কড়াচাবুকে উল্লেখ রয়েছে-
"বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের" এই বিরাট সংগঠনকে প্রধানতঃ আটটি সংগঠনে বিভক্ত করা হয়েছে কাজের সুবিধার্থে । যথা- 'সন্তান দল', 'আলোচনা-চক্র', 'এ্যাকশান কমিটি', ' বালক ব্রহ্মচারী অর্গানাই-জেশন', 'কর্মী বাহিনী', ' শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্টি পরিষদ', 'শ্রীবালক ব্রহ্মচারী সেন্টার অব্ কালচার এন্ড এডুকেশন', 'মৈত্রেয়ীমহল কর্মী সংঘ ইত্যাদি ।"

"সমগ্র কড়াচাবুক সংকলন"
প্রকাশক ঃ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে- শ্রী শংকর সরকার । রাজপুর নন্দন কলোনী, দঃ২৪ পরগনা
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ** পৃষ্ঠা ৭৫৫

কড়াচাবুক ঃ "আগে জান তার পর মন্তব্য" তাতে বিরাটের মুখনিঃসৃত বানীর উপর কলম চালিয়ে কারা ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিলেন ? নবমহাভারতের যুদ্ধে কৌরবের ভূমিকা কারা পালন করে চলেছে ?

সমগ্র কড়াচাবুক সংকলন বইটি ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০২ সালে এ্যাসোসিয়েটেড্ লেটার প্রেস এর মাধ্যমে মুদ্রণ করে শংকর সরকার। সেই বইটির সর্বস্বত্ব শংকর সরকার নিজের নামে সংরক্ষিত করেছেন । বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে চিত্ত সিকদার জানিয়েছিলেন, তাকে নাকি এই ***নব ভারতের ভূমিকা*** লিখতে দেওয়া হয়েছে । এ যেমন দুরূহ, তেমনি নাকি দুঃসাহসিক এবং ঔদ্ধত্যও বটে । কারন বিরাটের মুখনিঃসৃত বাণী এতে বিধৃত, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতাঃ নুনের পুতুলের সাগরের পরিমাপ করতে যাওয়া বা প্রদীপ দিয়ে সূর্য কে চেনানর মতই হাস্যকর ও অবাস্তব । বিরাটের মুখনিঃসৃত কয়েকটি বাণীর সংযোজন ক্রমে চিত্ত সিকদার ঐ বইয়ের ভূমিকাতে লিখেছিলেন-

* "সমাজের যেখানে অন্যায়, যেখানে অবিচার, সেখানেই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেই হবে । এটা রাজনীতি-ধর্মনীতি দুইয়ের অঙ্গ, দুইয়েরই নির্দেশ ।
* এ জিনিস চলতে দেওয়া যায় না এবং প্রকৃতির নিয়মে এর প্রতিবিধান করতেই হবে ।
* প্রকৃতির তথা বেদের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথিবীতে ।

এই কথাগুলি লেখার পর পাঠক সাধারনের কাছে তিনি আবেদন রাখতে গিয়ে লিখেছিলেন- "শুধু পড়ার জন্য আবেদন নয়, এই বিশ্বজনীন সর্বসংস্কারমুক্ত তত্ত্বকে আত্মস্থ করে আমরা যেন তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে পারি, আমাদের আচরণের মধ্যে দিয়ে তাকে যেন রূপ দিতে পারি । ...লেখনীর মাধ্যমে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে পারলে, গনজাগরণ ঘটাতে পারলে তার আত্মিক বিপ্লব-সর্বাঙ্গীন বিপ্লব সম্ভব ।
সন্তান দল কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে লেখা ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে যাঁরা ছাপার দায়িত্ব পালন করেছেন, সেই বিশ্ববাসীর তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার নাতিদীর্ঘ ভূমিকালিপি সমাধা করলাম । "

চিত্ত সিকদারের ভূমিকাটি পড়ার পর জানা যাচ্ছে- তিনি **"নবভারতের"** ভূমিকা লিখেছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সততার জন্য **"বিশ্ববাসীর পক্ষে"** আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন । সুতরাং প্রশ্ন উঠবে তিনি "বিশ্ববাসীর পক্ষে" এই কথাটি বলার অধিকার পেলেন কি করে ? যেখানে 'চলার পথ' কড়াচাবুকে উল্লিখিত"বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনকে" তিনি স্বীকার করেন না ? শুধু তাই নয়; যে বইটির ভুমিকা তিনি লিখেছিলেন- সেখানে তিনি এই দাবি করার চেষ্টা করেছেন যে, তিনি বিশ্ব সংগঠনের মনোনীত সেক্রেটারী এমনটাই কিন্তু প্রতিভাত হচ্ছে ? এখানেও "মনোনীত" কথাটি যেন ব্যবহার না করেও কায়দা করে সেটা বুঝানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে চিত্ত সিকদার বিশ্ব সংগঠনের মনোনীত সেক্রেটারী, এই দুরভিসন্ধি কিন্তু তার লেখনীতেই ধরা পড়েছে। "চলার পথ" কড়াচাবুকে বিরাটের মুখনিঃসৃত বানী থেকে জানা যাচ্ছে - "বিশ্বের প্রতিটি সন্তানকে নিয়েই বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন" । তিনি বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনকে স্বীকার করেন না অথচ

বিশ্ববাসীর তরফ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন যা সত্যিই উনার পক্ষে দুঃসাহস দেখানো হয়েছে । উক্ত বইয়ের সূচীপত্র অনুযায়ী ৭১১ পাতায় "চলার পথ" কড়াচাবুকে বলা হয়েছে - বিশ্বের প্রতিটি সন্তানকে নিয়েই বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন । সেখানে বিশ্বের প্রতিটি সন্তানের মধ্যে চিত্ত সিকদারও একজন । সুতরাং বর্তমান সন্তান দল কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশিত শংকর সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ডকে বিশ্ববাসীর তরফ থেকে বা সন্তানবর্গের পক্ষে কি করে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিত্ত সিকদার স্বীকৃতি দিলেন ? তিনি কি করে জানলেন যে ঐ বইটি শংকর সরকার তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে ছাপার দায়িত্ব পালন করেছেন ?

চিত্ত সিকদার সন্তান দল (S/8338) সংগঠনের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী ছিলেন । সেই সংগঠনকে ১৯৮৮ সালে বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের অন্তর্গত করে দেওয়া হয় । ১৯৯৩ সালের পর উনার বেদ বিরোধী কার্যলাপের কারনে সন্তান দল থেকে উনাকে বহিস্কার করা হয় । তার পর তিনি আলাদা করে বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের বাইরে "সন্তান দল বেদ প্রচার কেন্দ্র" তৈরী করে বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনেরই বিরোধিতা শুরু করেন । সেই কাজে যুক্ত হল শেখ ফিরোজ নামক ব্যক্তি । সেই সময়েও বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন active ছিল । এই দল তৈরী করে ভাই বোনদের মধ্যে দলাদলি ও ভাগাভাগি করা হল। তার পর ২০১৮ সালে চিত্ত সিকদার "সঠিক পথের দিশা" বই লিখে দাবি করলেন যে, সন্তান দলের প্রৌঢ়ত্ব এসেছে । সন্তান দলের প্রৌঢ়ত্ব আসেনি, মূল সংগঠন ছাড়া সন্তান দল (s/8338) বেঁচে নেই এই কথাগুলি চিত্ত সিকদার ঘুরিয়ে পেচিয়ে অন্যভাবে বলার চেষ্টা করলেন এবং উনার কর্মকান্ডে এটা বুঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি বিশ্ব সংগঠনের মনোনীত একমাত্র সেক্রেটারী । তিনি তার বইয়ে আরও জানিয়েছিলেন- ঠাকুর নাকি বিশেষ বিশেষ আধার দিয়ে বিশেষ বিশেষ ভক্ত-সন্তানদের - কর্মীদের টানতে বিভিন্ন নামে সংগঠন গুলো তৈরি করেছিলেন। সেই সব সংগঠনগুলির নাম আজ বজায় আছে, ব্যক্তিদের সন্ধান নেই, ঐ পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে, ঐ সময় পেরিয়ে গেছে, শৈশব-কৈশোর চলে গেছে । এখন যৌবন- তাও চলে গেছে, প্রৌঢ়ত্ব এসেছে সন্তান দলে ।

চিত্ত সিকদার ভূল ব্যাখ্যা দিয়ে ভাইবোনদের বিভ্রান্ত করে চলেছেন । তিনি হয়তো জানেন না শ্রীশ্রী ঠাকুর কড়াচাবুকে জানিয়েছিলেন যে, " **কোন ব্যক্তিগত দল বা পার্টি হিসাবে সন্তান দল গঠিত হয় নি। দেশের সন্তানগণ বা সন্তানবৃন্দকে নিয়েই গঠিত হয়েছে এই সন্তান দল (S/8338) সন্তান দল সম্পূর্ন বেদভিত্তিক, প্রকৃতির বেদের আদর্শে অনুপ্রাণিত । এই সংগঠন যে সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেছে, একথা বলা যায় না । যে কোন সংগঠন তৈরী হতে সময় লাগে । বেদের যে আদেশ বা নির্দেশ আছে, সেইভাবে না চললে প্রতিকাজেই ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা।**"

[কড়াচাবুকঃ ক্ষমতা অর্জনের চেয়ে ক্ষমতার সদ্‌ব্যবহার করাই কঠিন]

চিত্ত সিকদার "সঠিক পথের দিশা" লিখে বুঝাতে চেয়েছেন- সন্তান দল (S/8338) সংগঠনটি বেঁচে নেই, কেবল বিশ্ব সংগঠনের মনোনীত সেক্রেটারী সন্তান দলের আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছেন । মূল কাণ্ড "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন বেঁচে না থাকলে কোন সংগঠনই বেঁচে থাকবে না এই সত্য কথাটি তিনি কখনও ভাই বোনদের জানান নি -এতে তিনি নিজেই দোষী প্রমানিত হয়ে যেতেন এবং উনার "মনোনীত" কথাটির গুরুত্ব ভাইবোনদের কাছে হারিয়ে যেত ।

'সঠিক পথের দিশা' বইয়ে চিত্ত সিকদার বললেন, "হাতির দূরকম দাঁত থাকে । একটা বাইরের দেখানোর দাঁত- বিশাল বড় বড় দাঁত । আসল দাঁত গুলো থাকে ভিতরে । আসল কাজ তারাই করে -চিবানোর কাজ । তেমনি সন্তান দল সংগঠন একটা "বাইরের দাঁত" ।"

চিত্ত সিকদার বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কার্যধারার সাথে যুক্ত সংগঠনের কর্মীদের আসল ও নকল এই জ্ঞানে বিচার করে তাদের সকলের মিলিত কর্ম প্রচেষ্টাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বিচার করে দুইটি দলে বিভাজন করে নিজের আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করেছেন । চিত্ত সিকদার বাইরের দাঁতের বিশ্লেষন করে জানালেন - **"হাতির বাইরের দাঁত - সন্তান দলের একটা কমিটি গঠন করা হো'ক। সেখানে নিয়ম মাফিক প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী, এ্যাকাউন্ট্যান্ট, ট্রেজারার , সদস্য থাকবে, ওটা দেখানোর জন্য । সন্তান দল একটি রেজিষ্টার্ড সংগঠন, সেই রেজিষ্ট্রেশন বজায় রাখার জন্য আইন কানুন মেনে এই কমিটি গঠন হবে। আসল কাজ ভিতরের দাঁত করবে - কর্মীরা করবে।"** ভিতরের দাঁত গুলি কর্মী আর বাইরের দাঁত গুলি যারা তারা ?? এই দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক চিত্ত সিকদার বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের উদ্দেশ্যকে হাতির বাইরের দাঁতের সাথে তুলনা করে বিরাট বড় স্পর্ধা দেখিয়েছেন। কারন ঐ সংগঠনের প্রথম পেট্রন মেম্বার জন্মসিদ্ধ ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ। চিত্ত সিকদার তার "সঠিক পথের দিশা" বইয়ের মাধ্যমে এটা জানিয়ে দিলেন যে তিনি 'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র কার্যধারার সাথে কোন ভাবেই যুক্ত নন । তাহলে "**মনোনীত**" কথাটি কেন আসছে ? মনোনীত কথাটির সাথে সংগঠন কথাটি যুক্ত নয়কি ? তিনি কোন সংগঠনের মনোনীত সেক্রেটারী ? মূল (কান্ড) বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনকে উপেক্ষা করে চিত্ত সিকদার "সন্তান দল বেদ প্রচার কেন্দ্র" নামক একটি সংগঠন শেখ ফিরোজের সাথে মিলে তৈরি করেছিলেন। সেই সংগঠনের কর্মীরা কি বাইরের দাঁত নাকি ভিতরের দাঁত ? ঐ সংগঠন তৈরীর আবেদনপত্রে চিত্ত সিকদারের সাক্ষর রয়েছে !
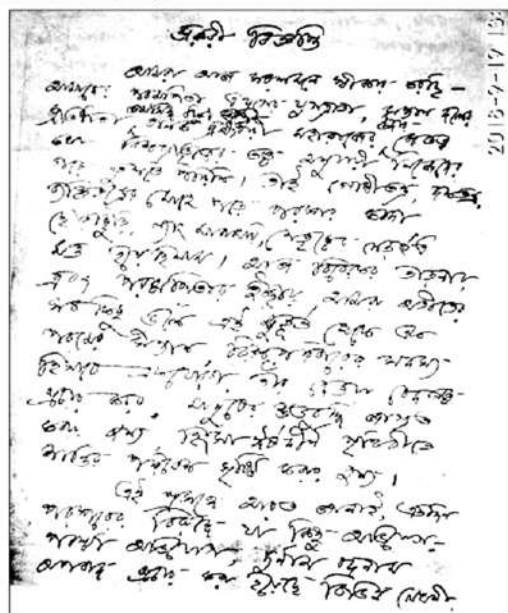
চিত্ত সিকদারের মুচলেকা

'আমরা আজ সরল মনে স্বীকার করছি আমাদের পরমপিতা এ যুগের যুগত্রাতা সন্তান দলের প্রতিষ্ঠাতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের...বেদতত্ব তথা বিশ্বভ্রাতৃত্বের তত্ত্ব অনুযায়ী নিজে-দের গড়ে তুলতে পারিনি । তাই গোষ্ঠী-তন্ত্র, দলতন্ত্র, ব্যক্তিতন্ত্রের মোহে পড়ে পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি, ল্যাং মারামারি,নেতৃত্বের লড়াইএ মত্ত হয়ে-ছিলাম । আজ বিবেকের তাড়নায় এবং পরমপিতার ইচ্ছায় আমরা অতীতের সবকিছু ভুলে এই মুহুর্ত থেকে এক পরমের সন্তান, বিশ্বপরিবারের সদস্য হিসাবে একযোগে তাঁর দেওয়া বেদতত্ত্ব প্রচার করব, মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত

করার জন্য হিংসা ঈর্ষা-দীন পৃথিবীতে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য । এই প্রসঙ্গে আরও জানাই এতদিন পরস্পরের বিরুদ্ধে যা কিছু অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, দুর্নাম বদনাম অপবাদ প্রচার করা হয়েছে বিভিন্ন লেখনী বক্তব্য, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে,তা একান্ত আন্তরিকভাবে এবং অনুতপ্ত চিত্তে আমরা তুলে নিলাম । প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম ভবিষ্যতে এমন পমরপিতার তত্ত্ব আদর্শবিরোধী কোন সংঘাতে আমরা যাব না ।

রাম নারায়ন রাম

পরম পিতার সন্তান বর্গ

(১) **চিত্ত সিকদার**

৯/৬/২০০৬ ইং

মেকীদের বেদ বিরোধী দাবি

চিত্ত সিকদারকে সত্য ও ন্যায়ের পথের পথিক দাবি করে চলেছে সন্তোষ শীল নামক এক ব্যক্তি । তার দাবী - চিত্ত সিকদার সত্য -ন্যায়ের পথের পথিক । দায়িত্ব কর্তব্য নিষ্ঠা চিত্ত সিকদারের কাছে শিখতে হবে । আগামী প্রজন্ম স্কুল কলেজে চিত্ত সিকদারের কাছে জীবন চরিত্র পাঠ করে শিক্ষা লাভ করবে । ঘরোয়া মিটিং-এ সন্তোষ শীলের এই বক্তব্যটি ভিডিও রেকর্ড করে আসামের বিলাসীপাড়ার বাসিন্দা শ্রী নারায়ণ কর্মকার সোশ্যাল সাইটে প্রচার চালাচ্ছেন । এদের মত বেদ বিরোধী গোষ্ঠীরা হুগলি হিন্দমোটর থেকে দর্পন নামক বই প্রকাশ করে ১৯৯৩ সালের পর চিত্ত সিকদারকে অবতার রূপে প্রচার চালিয়েছিল । এই মেকীরা আসামের সহজ সরল নিরীহ ভাই-বোনদের এই ভাবে প্রতারিত করে ভূল বার্তা দিয়ে সংগঠনের নামে অর্থ সংগ্রহ ও চিত্ত সিকদারের লেখা বই বিক্রি করে ভূল তথ্য পরিবেশন করে চলেছে ।

নাম না জানা ব্যক্তি (সাংবাদিকের ভূমিকায়)

[*হাতির ভিতরের দাঁত ও বাইরের দাঁতের মিলন সভা* -চিত্ত সিকদারের দাবি অনুযায়ী]

চিত্ত সিকদার এবং শংকর সরকারের মহামিলন অনুষ্ঠান হলেও তা "সঠিক পথের দিশা" বই প্রকাশের মাধ্যমে যেন বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত হল । যাকে বলে স্বার্থের মহা মিলন। যোগের বেলায় যোগাযোগ এবং বিয়োগের বেলায় জোড় করেও বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে । তাই চিত্ত সিকদার তার শেষ সম্বল "মনোনীত সেক্রেটারী " কথাটি ভক্তদের মাধ্যেমে **"কৈফিয়ৎ"** নামা প্রকাশ করে সোশ্যাল সাইটে জনগনকে জানালেন- *"১৯৬৫ সাল, ১৪ই এপ্রিল (বাংলা নববর্ষ) পরমপিতার নির্দেশ 'সন্তান দল' সংগঠন গঠিত হয়। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যেমে কমিটি গঠন করা হয় এবং ঠাকুরকে দেখালে ঠাকুর বললেন - "তোমরা যা করেছ, ঠিক আছে, তবে আমার মনোনীত একটা সেক্রেটারী দিলাম - চিত্ত সিকদার ।" প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক - কমিটির সেক্রেটারী তো যথারীতি হয়েই গেছে । ঠাকুরের দ্বিতীয় সেক্রেটারী মনোনয়নের কী প্রয়োজন ছিল ?? প্রয়োজন ছিল । প্রথমতঃ গন্ডীবদ্ধ সঙ্কীর্ণ সাংগঠনিক চিন্তার ঊর্দ্ধে বিশ্ব-পরিবারের চিন্তা জিইয়ে রাখা । দ্বিতীয়তঃ তাঁর নীলনাট্যে কোন বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য । তাই বিশেষ ক্ষেত্রে*

১৯৬৫ সাল, ১৪ই এপ্রিল (বাংলা নববর্ষ)। পরমপিতার নির্দেশে 'সন্তানদল' সংগঠন গঠিত হয়। পারস্পরিক আলোচনায় মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয় এবং ঠাকুরকে দেখালে ঠাকুর বললেন - "তোমরা যা করেছ, ঠিক আছে, তবে আমার মনোনীত একটা সেক্রেটারী দিলাম - চিত্ত সিকদার।" প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক - কমিটির সেক্রেটারী তো যথারীতি হয়েই গেছে। ঠাকুরের দ্বিতীয় সেক্রেটারী মনোনয়নের কী প্রয়োজন ছিল??
প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ গন্ডীবদ্ধ সঙ্কীর্ণ সাংগঠনিক চিন্তার ঊর্দ্ধে বিশ্ব-পরিবারের চিন্তা-চেতনাকে জিইয়ে রাখা। দ্বিতীয়তঃ তাঁর নীলনাট্যে কোন বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য। তাই বিশেষ ক্ষেত্রে বলে রাখলেন - "ও যা কিছু করে - বলে, আমার নিজের ইচ্ছায় কিছু বলে না - করে না।" - এই কথার অর্থ কি বুঝবে বিশ্ব-পরিবার সমাজ! এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই জানিয়ে রাখি - চিত্ত আমার জীবনের কেউ নয়, প্রকৃতই আমার নিজের ইচ্ছায় আমি কিছু করি না - বলি না, [illegible] ঠাকুরের ভাষায় বা

[** শ্রীশ্রী ঠাকুরের মহানাম বিজ্ঞান সম্মত, তাতে কি বিশ্বপরিবারের চিন্তার সুর ধ্বনিত হচ্ছে না ?]

বলে রাখলেন " ও যা কিছু করে- বলে, আমার নির্দেশ ছাড়া কিছু বলেনা - করে না ।" এই কথার অর্থ কিছু বুঝবে কি বিজ্ঞ-পরিপক্ক মগজ ! এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি যদিও আমার জাননর কথা নয়, প্রকৃতই আমার নিজের ইচ্ছায় আমি কিছু করিনা - বলি না, " -চিত্ত সিকদার তার কৈফিয়ৎ নামার এই অংশটুকুতে যা বলেছেন, তার বিপরীত কথা উল্লেখ রয়েছে অমৃত বইয়ের ৯৩ পাতায় - *" আজ 'বালক সন্তান দল' নামে যে সংগঠনের কথা ১০ই*
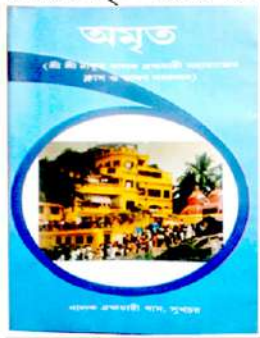
এপ্রিল শনিবার রাত্রিতে শ্রীশ্রী ঠাকুর শিবপুরে বলেছিলেন তার প্রেসিডেন্ট ঠিক করে দিলেন। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরে বলে দেবেন । কাল পয়লা বৈশাখ সংগঠনের প্রাথমিক উদ্বোধন হবে । ঠাকুর প্রথম মেম্বার হবেন, সাধারন কর্মী হিসাবে । অচল সেনকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করলেন । বললেন, এর কথা তোমরা সবাই মানবে । ...আমি ওকে সাহায্য করব । যখন যা করার দরকার হবে, করব । যাকে ও উপযুক্ত মনে করবে তাকে নেবে অসীমকে সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করতে চায়, ও যখন সিলেক্ট করেছে তাই হবে । এই দুটো আমি বলে দিলাম আর বাদ বাকীটা তোমরা নিজেরা করে নাও ।" [১৩/৩/১৯৬৫ সি পাম এভিনিউ কলিকাতা-১৪ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭-৩০ মি ৩০শে চৈত্র, ১৩৭১ সালের রেকর্ড।]

চিত্ত সিকদারের কথা ঠাকুর কোথাও উল্লেখ করেন নি - সে ঠাকুরের মনোনীত সেক্রেটারী। এই মনোনীত সেক্রেটারী বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে আরও অনেকেই রয়েছেন, যেমন অঞ্জন দেব, সেও এ্যাকশান কমিটির মনোনীত সেক্রেটারী ছিলেন । তেমন এক বা একাধিক মনোনীত সেক্রেটারী সংগঠনে রয়েছেন সেখানে কারোর মুখে এই 'মনোনীত' কথাটি শুনা যায় না ব্যতিক্রমী কেবল চিত্তসিকদার । এর কারন হল আধিপত্যের লড়াইয়ে এই "মনোনীত" শব্দটিকে চিত্ত সিকদার তার উপাধি বানিয়ে ফেলেছেন এবং কৈফিয়ৎ লিখে এক অদ্ভুত যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন । সন্তান দলের আদর্শ কি সেটা ঠাকুর কড়াচাবুকে বিস্তারিত ভাবে বলে দিয়েছেন । শ্রীশ্রীঠাকুর কোথাও এটা বলেন নি যে চিত্ত সিকদারের মত ও পথ আমার মত ও পথের সাথে এক আছে । শ্রীশ্রী ঠাকুর ১৯৬৭ সালে বেহালাতে জানিয়েছিলেন - আমার মত ও পথ আর নেতাজীর মত ও পথ একই পথে আছে ।"তোমরা নেতাজীর আদর্শ অনুসরন কর ।" আদর্শের জীবন্ত প্রতীক চিরকুমার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আদর্শ অনুসরণ করার কথা বলেছিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলেছিলেন - "জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার প্রেরণা কার্তিককে দেখে শিখে নাও, সমাজের কাজে যে ব্যক্তিগত সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছে। তাই সে চিরকুমার ।" কিন্তু চিত্ত সিকদার কৈফিয়ৎ লিখে দাবী করছেন- "মনোনীত সেক্রেটারী" নাকি বিশ্বপরিবারের চিন্তা চেতনাকে জিইয়ে রাখার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তাকেই সন্তান দলের একমাত্র মনোনীত সেক্রেটারী করেছিলেন । অর্থাৎ চিত্ত সিকদার সকল সংগঠনের উর্দ্ধে এটাই কৈফিয়ৎ নামা লিখে তার একান্ত অনুসরন কারী শুভঙ্কর কর্মকার নামক ব্যক্তিকে দিয়ে জনগনকে জানালেন । কিন্তু উনার স্বঘোষিত "মনোনীত" কথাটির উপরে "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের" গভর্নিং বডির যখন প্রশ্ন উঠেছে তখন তিনি মূল সংগঠন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এটা বলে পাশ কাটিয়েছেন । এই ভাবে তিনি ও তার ভক্তরা বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন অর্থাৎ সুপ্রিম কমান্ডকে অস্বীকার করেছিলেন । চিত্ত সিকদার

আদর্শের মূর্ত প্রতীক এবং অবতার এটাই তিনি তার ভক্তদের দিয়ে চারিদিকে প্রচার চালাচ্ছেন। সন্তোষ শীল নামক ব্যক্তির দাবি- "আগামী প্রজন্ম স্কুল কলেজে চিত্ত সিকদারের কাছ থেকে জীবন চরিত্র পাঠ করে শিক্ষা লাভ করবে, কারন চিত্ত সিকদার সত্য ও ন্যায়ের ***পথের পথিক।"*** সন্তোষ শীলের বক্তব্যটি ভিডিও রেকর্ড করে আসাম রাজ্যের বিলাসিপাড়ার নিবাসী নারায়ন কর্মকার সোশ্যাল সাইটে প্রচার চালিয়েছিলেন। নারায়ন কর্মকার এবং শুভঙ্কর কর্মকারের মত ব্যক্তিরাই ১৯৯৩ সালের ঘটনার পর হুগলির হিন্দ মোটর থেকে "দর্পন" নামক বইটি চারিদিকে প্রচার চালিয়ে চিত্ত সিকদারকে অবতার রূপে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের একমাত্র উত্তর সূরী বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। সেদিন দর্পন কাগজে যে দাবি গুলি করা হয়েছিল, সেই একই দাবী চিত্ত সিকদারের স্বহস্তে লেখা **কৈফিয়ৎ** চিঠিতে পুনরায় প্রকাশ পেয়েছে। যা শুভঙ্কর কর্মকার এর মাধ্যমে সোশ্যাল সাইটে প্রচার করা হয়েছিল। এটা বুঝা গেল হুগলির হিন্দ মোটরের প্রচেষ্টা আজও সক্রিয়। ১৯৯৩ সালে চিত্ত সিকদার ৭/৮ মাস হিন্দ মোটরে যাদের সাথে ঘরোয়া মিটিং সভা করে বেরিয়ে ছিলেন তারা সকলেই বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কার্যধারার সাথে যুক্ত ছিলেন না, তারা শ্রীশ্রী ঠাকুরের বিরুদ্ধাচরন করে চিত্ত সিকদারের কার্যধারার সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রশ্ন হল চিত্ত সিকদার যে ব্যক্তিগত অভিমানের অজুহাত দেখিয়ে ১৯৯৩ সালের ঠাকুরের উপর সংগঠিত ঘটনার আগে ৭/৮ মাস ঠাকুর বাড়ীতে যান নি সেটা কি তার বক্তিগত অভিমান ছিল? নাকি গুরুর বিরুদ্ধে গিয়ে বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের কার্যধারার বাইরে আলাদা করে তার ভক্ত সংখ্যা তৈরী করে অবতার সাজার পরিকল্পনা ছিল? সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ প্রদানের জন্য তিনি কি ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন? নয়তো তিনি কি করে ১৯৯২ সালে ভবিষ্যত বানী করেদিলেন শ্রীশ্রী ঠাকুরের "জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক শুরু হয়েগিয়েছে? শ্রীশ্রী ঠাকুরের জীবন নাটক শেষ হলে তিনি যাতে গুরুর স্থানে আসীন হতে পারেন সেই প্রচেষ্টাই কি তার মাথায় এসেছিল? সেই জন্যই কি চিত্ত সিকদার ভক্তদের দিয়ে দেবতা জ্ঞানে পূজা পেতে হিন্দমোটর থেকে "দর্পন" নামক বইটি প্রচার করিয়েছিলেন? সেই দর্পন বইয়ের দাবীকে চিত্ত সিকদার অস্বীকার করেন নি বরং সেই বইয়ের অংশ গুলো উনার বর্তমান কৈফিয়ৎ চিঠিতে উঠে এসেছে। সেই বিষয়ে সি.বি.আই তদন্ত করা হলে চিত্ত সিকদার সহ তার প্রচারক ও ভক্তদের আসল উদ্দেশ্য সামনে আসতে বাধ্য তারা কীসের বিনিময়ে গুরু ছেড়ে এই ষড়যন্ত্রকারীর পক্ষ ভুক্ত হয়েছিলেন? কান টানলে মাথা আসে। এই ভয়েই চিত্ত সিকদার ঠাকুর বাড়ীর আবাসিক-দের আড়াল কারার চেষ্টায় জানিয়েছিলেন, সত্য উদঘাটন করতে চাই না অনেক দূর গড়াবে। ভবিষ্যতে উনার দিকে জল না গড়ায়, তার জন্য 'বিশ্ববিশ্রুত নির্বিকল্প সমাধি' বই লিখে তিনি জানিয়ে রাখলেন ৯৩ সালে তিনি ৭/৮ মাস অভিমান করে ঠাকুর বাড়ী যান নি। যারা চিত্ত সিকদারকে অবতার রূপে প্রচার করে চলেছেন তারাও ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষভুক্ত? সুতরাং ১৯৯৩ সালের ঘটনার ষড়যন্ত্রে চিত্ত সিকদার সহ তার অনুগামীরা ঠাকুর বাড়ীর আবাসিকদের সাথে যুক্ত ছিল না তো? নয়তো শংকর সরকার কেন বলেছিলেন, যদি CBI তদন্তের দাবি চাওয়া হয় তবে,চিত্তসিকদার ও অঞ্জন দেবের ফাঁসি হয়ে যাবে? সেদিন শঙ্কর সরকারের বক্তব্য যারা শ্রবন করেছিলেন,সেই প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য তদন্তের স্বার্থে সংরক্ষিত করা হয়েছে। প্রশ্ন হল এই শংকর সরকার চিত্ত সিকদারকেই 'পূর্ণাঙ্গ সন্তান দলে'র নেতৃত্ব কেন দিতে চেয়েছিলেন? তাহলে শংকর সরকার কি ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মিলিয়ে

একই পথের পথিক হলেন ? এতক্ষন এই ব্যক্তিদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার কারন হল আমরা সত্যটা জানতে চাই এবং এই ব্যক্তিরা সকলেই সত্যকে আড়াল করে চলেছে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। সন্তান দল ব্যক্তির পূজারী নয়, ব্যাপ্তির পূজারী। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছিলেন **"তোমরা সমস্ত শাস্ত্রের একটি কথা মনে রাখবে ওটাই হল শাস্ত্রের মূল কথা, যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ মনে থাকবে কথাটা ?- যেখানে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তা আছে তার সাথে করবে যোগাযোগ । বিয়োগ হল বাদ বা বাদ দেওয়ার দরকার যেগুলোতে সমাজের ক্ষতি হতে পারে; যারা ক্ষতির চিন্তা করছে সেগুলো থাকবে বাদ । যোগ গেল, বিয়োগ গেল, পূরণ হচ্ছে অপূরনকে পূরণ করা । যেটা পূর্ণ হয় নাই সেটা পূর্ণ করার জন্যই তোমাদের ডাক। ভাগ হচ্ছে যতটুকু যার প্রয়োজন অধিক নয় । প্রয়োজনটুকু সমবন্টন হবে প্রয়োজন বোধে। সেটা হবে ভাগ । সুতরাং এই কথাগুলো সফল করার জন্য তোমাদের প্রয়োজন হবে ।"** অর্থাৎ শাস্ত্রের গণিতের জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে এই কথাগুলো ঠাকুর জানিয়েছিলেন; কিন্তু আমরা এখানকার সমাজের গণিতের প্রয়োজনে ব্যবহার হচ্ছি দাদা নেতাদের দ্বারা - "যোগাযোগের বেলায় যোগ হচ্ছে ঠিকই (চিত্ত সিকদার, শংকর সরকার এবং শেখ ফিরোজ দাদাদের দলের মত আরও অনেক দলের মধ্যে) কিন্তু বাদটি হচ্ছে বিবাদের বেলায় । শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন তোমরা এখানকার সমাজের অঙ্কের ফলাফল দেখে পরিস্থিতি মিলাবে । কিন্তু আমরা নিজেরাই এই সমাজের অঙ্কের যোগাযোগ কেন্দ্রের যোগী হয়েছি । যেখানে পূরনের যে একটা পূর্ণ রূপ আছে সেটা দেখতে পাওয়া যায় না - এটাই বাস্তব সত্য । শাস্ত্রের গণিতকে উপেক্ষা করে আমরা ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে এখানকার গণিতের যোগাযোগ সাধন করে চলেছি। এখানকার গণিতে চলছে সাপ লুডোর খেলা । সেই খেলায় যশের বাসনায়, লোভের বাসনায় আমরা লক্ষভ্রষ্ট হয়েছি এবং একই জায়গায় স্কীপিং করে চলেছি । ঠাকুর বলেছিলেন- সমাজকে বিভ্রান্ত করার সূচনাই হল এটা । কারন তখনই সেই ব্যক্তি দল এবং সম্প্রদায় ভারী করার জন্য নানা বুদ্ধি-কৌশল অবলম্বন করতে থাকে নানা ভাবে । এতে মনের ব্যাপকতার দিকটা হারিয়ে ব্যক্তি তার সঙ্কীর্ণতার দিকটাই বেশী করে জাগিয়ে তোলে । শ্রীশ্রীঠাকুর এই রূপ ব্যক্তি পূজা না করে বিশ্বের কর্মী দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার কথা বলেছিলেন- " কর্মকে পূজা কর । কর্মকে সম্মান জানাও । কর্মী ও কর্ম- এই দুইয়ের উৎস যে, সমস্ত পূজা একমাত্র তারই প্রাপ্য । " [কঃচাঃ]

১৯৯২ সালে মানুষ চেনার উপায় কড়াচাবুকে ঠাকুর স্পষ্ট জানিয়ে রেখেছেন - "নিজের স্বার্থে এরা কবরে পর্যন্ত নামিয়ে দিতে পারে । সে ক্ষেত্রে বন্ধু বান্ধব আত্মীস্বজনকেও বর্জন করতে দ্বিধা করছে না । বিরাট পরীক্ষার ছাকনি চলেছে চারিদিকে । তাতে কে উত্তীর্ণ হবে, কে হবে না, সেই পরীক্ষায় সবাই পড়ে গেছে।" শ্রীশ্রীঠাকুর তার সন্তানদের জানিয়েছিলেন তোমাদের সাথে আমার বাপ-বেটা বেটির সম্পর্ক । একই রক্তের সম্পর্ক হয়েছে । তিনি আরও বলেছিলেন -''মহাপ্রভুর রক্তের মর্যাদা আর কেউ দিতে না পারুক, যারা তাকে ভাল-বাসে, তারা দিতে বাধ্য । আমার রক্ত বেঈমানের রক্ত নয়, গৌরের রক্ত বেঈমানের রক্ত না । আমি এখানে গুরু সাজতে আসি নাই, ভগবান সাজতে আসি নাই, অর্থ সংগ্রহ করতে আসি নাই, আমার বাংলা আমার ভারতবর্ষে আমি মহাপ্রভুর শেষ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এসেছি, তাই অনেক আলোচনা অনেক সমালোচনা নিয়েই আমি এসেছি । তোমাদের পরিবারের আমি, একজন বাচ্চা হিসাবে তোমরা আমাকে গ্রহণ করো, বাচ্চা হিসাবে আমাকে নাও।"

আমরা যদি শ্রীশ্রী ঠাকুরকে ঘরের বাচ্চা হিসাবে গ্রহন করতাম, তবে ১৯৯৩ সালে আমাদের ঘরের বাচ্চা কোথায় হারিয়ে গেল, কাদের জন্য হারিয়ে গেল - এই সম্বন্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরমপিতার চিন্তা, পরমপিতার চর্চা করতাম । ঘরের সন্তান হারিয়ে গেলে রাতের ঘুম চলে যাওয়ার কথা কিন্তু আমরা দীর্ঘ ২৮ বছর নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছি। আর দাদা জ্যাঠাদের অনুসরন করে তাদের জয়গান করেছি যারা ১৯৯৩ সালের ঘটনাকে সন্তান দলের সাবজেক্ট নয় বলেছেন। আমরা সত্যিই কি মানুষ ? আমাদের কি মানবতাবোধ নেই ? আমরা যদি পরমপিতার নির্দেশিত মত ও পথে নিজেদের পরিচালিত করতাম তবে এমনটা নিশ্চয়ই হত না । আমরা দায়িত্ব এড়াতে গিয়ে দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করে চলেছি । আমরা ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেরাই ফাঁকে পড়ে গিয়েছি। এই রাজনৈতিক সমাজের বুক থেকে আমরা লক্ষ কোটি সন্তানগণ শ্রীশ্রী ঠাকুরের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম এবং পিতা-পুত্রের ন্যায় এক রক্তের সম্পর্ক সেঁধে ছিলাম বেঈমানী ও বিশ্বাস ভঙ্গ করার জন্য নাকি গৌরের শেষ ইচ্ছা পূরন করার জন্য এবং নেতাবিহীন দেশে প্রকৃত নেতা নেতাজী সুভাষকে ফিরিয়ে আনার জন্যে? **"ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়বে"** কড়াচাবুকে শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁর বাস্তব "সমাজ জীবন" নাটকের X-ray রিপোর্ট সন্তান দের মাধ্যমে তৈরী করে যে সকল ব্যবসায়ী, মজুতদার এবং শোষক গোষ্ঠী বর্তমান সমাজে রয়েছে তাদের বাস্তব চেহারাটা X-ray plate এর মাধ্যমে জনগনের কাছে তুলে ধরে দেশের সন্তানগণকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন । তিনি সমাজকে বেদের আদর্শে শিক্ষিত করে দেশের সন্তানগনের ভীত তৈরী করতে বিরাট মানবসেতু বন্ধন (সংগঠন) তৈরি করেছিলেন এবং সেই মানব সেতু দিয়েই নেতাজীর আগমনের পথ প্রসস্ত করতে চেয়েছিলেন । দেশের সন্তানগনের ভীত তৈরী করার জন্যই "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের" অন্তর্গত বিভিন্ন সংগঠনগুলি মিলিত ভাবে মূল সংগঠনের কার্যধারা অর্থাৎ বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের আদর্শকে বাস্তব রূপ প্রদান করার জন্য তারা সংগঠিত হয়েছিলেন । এই সংগঠন দেশের যুবশক্তির মধ্যে এক বিরাট মানব সেতু বন্ধনের কাজ করে যাচ্ছিল। লক্ষকোটি সন্তানদের উপচে পড়া ভীড় দেখে শোষক গোষ্ঠীর ঘুম চলে গিয়েছিল । শ্রীশ্রীঠাকুরের মতাদর্শকে বাস্তবে রূপায়নের জন্য গ্রামে গঞ্জে সন্তান দলের ইউনিট গঠন হতে শুরু করল। "ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়বে" কড়াচাবুকে সমাজ জীবন নাটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সন্তান দল সমাজের সর্বস্তরে কোথায় গলদ সেগুলি জনগনের কাছে তুলে ধরে দেশ বাসীকে সচেতন করার কথা ছিল যাতে জনগনের সহানুভুতি নিয়ে সমাজের বুকে বিষ বৃক্ষের মূল গুলিকে স্বমূলে উচ্ছেদ করে এক শোষন মুক্ত সমাজ গঠন করা যায় । সন্তানগনের এই সংগঠনের ব্যাপারে ঢাকায় ১৯৩৯ সালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু শ্রীশ্রী ঠাকুরকে বলেছিলেন- ''দেখলাম আপনার ছেলেমেয়েরা অনেক স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছে- আপনি একটা বাহিনী তৈরী করুন।'' তার ফলেই এই সংগঠন- এই কথা শ্রীশ্রীঠাকুর তার কড়াচাবুকে জানিয়েছিলেন । সন্তান দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর তাদের গঠন মূলক কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৯৮৮ সালে "বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র অন্তর্গত সন্তানগনের সকল সংগঠন গুলোকে একই দেহের অঙ্গস্বরূপ মূল কান্ডের সাথে যুক্ত করে একই দেহের অঙ্গ করে দেওয়া হল । যাতে কর্মীরা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছেদ না হতে পারে । সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা যখন মাঠে ময়দানে বেদ প্রচারের মাধ্যমে জনজাগরন শুরু করলেন, তখন শোষকগোষ্ঠী বুঝতে পারলো তাদের দিন

আগত ঐ ! তখন শোষক গোষ্ঠীর চরেরা বিভিন্ন সংগঠনে বেদকর্মীর পোষাক পড়ে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং কর্মীদের মাঝে দলাদলি বিবাদ বৈষম্য তৈরী করে- যাতে বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ন না করা যায় । কর্মীদের বাস্তবের পথ থেকে সরিয়ে দিতে তারা বেদ ধর্মের মানচিত্রের বিপরীত কাজ গুলো বিভিন্ন ভাবে করা শুরু করে । কর্মীদের সহজ সরলতার সুযোগ নিয়ে তারা ভূল বুঝিয়ে বেদ ধর্মের মানচিত্রে যে পথে শ্রীশ্রীঠাকুর No Entry বোর্ড বসিয়ে দিতে বলেছিলেন, সেই পথেই ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের ধাবিত করার চেষ্টা শুরু করে। এই ভাবে ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়বে কড়া-চাবুকে শ্রীশ্রীঠাকুর যে বাস্তব সমাজ জীবনের নাটকের কথা বলেছিলেন, তার উদ্দেশ্য থেকে কর্মীরা সরে পড়ল । তারা শোষক গোষ্ঠীর বিষ দাঁত গুলি না ভেঙ্গে সমাজের পরগাছা গুলিকেই (শোষক) স্বযত্নে লালন পালন করতে সুরু করল । বেদের যে দুটো ধারার কথা কড়াচাবুকে বলা হয়েছে - একটি **বাস্তবের ধারা** অন্যটি **মহাকাশের মহাতত্ত্বের** ধারা । একটি জানা পথা, আর একটি অজানা পথ । এই অজানা পথেই বেদ ধর্মের মানচিত্রে শ্রীশ্রী ঠাকুর Full stop অর্থাৎ নো এন্ট্রি বোর্ড বসিয়েছিলেন । কিন্তু কর্মীরা ষড়যন্ত্রকারীদের প্রভাবে বাস্তবের জানা পথকে পাশ কাটিয়ে মহাকাশের মহাতত্ত্বের ধারা অর্থাৎ অজানা পথে ষড়-যন্ত্রকারীদের কথা বিশ্বাস করে পথ চলা শুরু করেছিল ; সেই পথে বেশীদুর এগোনো যায় না তারা অনুভব করতে পেরেছিল ততক্ষনে মূল সংগঠনের অস্তিত্ব আর টিকে রইল না । এই ভাবে 'বাস্তব সমাজ জীবন' নাটকের উদ্দেশ্য এবং দেশের সন্তানগণের ভীত তৈরি করার কাজ কর্মীদের সচেতনের অভাবে থেমে গেল । শ্রীশ্রীঠাকুর কড়াচাবুকে কর্মীদের জানিয়েছিলেন -"বাস্তবকে কেন্দ্র করে বাস্তবের বিষয়বস্তুর সবকিছু দেখো ও বিচার করো । যা তুমি সর্বসাধারণে প্রমাণ করতে পারবে না - সমূহ সেখানে নো-এন্ট্রি বসিয়ে দাও, ভেতরের বিশ্লেষণের পিনটা যেন ঠিক থাকে হ্যাজাকের যে পিনটা দিয়ে তেল সরবরাহ করা হয়, সেই পিনের খোঁচাটা সব সময় চাই । মেনে নেওয়ার আগে ভাল করে বিশ্লেষন করে বুঝে নেওয়া দরকার আগেই কল্পনার কথার উপর নির্ভর না করে জেনে নেওয়ার আকাঙ্খা রাখবে । ভেতরে বিশ্লেষণমুখী হলে পিনের কাজ করবে । পিনের খোঁচায় তেল সরবরাহের কাজ ঠিকমত হলেই অন্ধকার দূর হয়ে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠবে । আমাদের তেল সরবরাহের কাজ ঠিকমত না হওয়ার ফলে সুযোগ সন্ধানীরা সংগঠনে প্রবেশ করে বুঝাতে লাগলো সব আপনা আপনি হয়ে যাবে কোন কিছুই করতে হবে না। নাম ও জপে ডুবে থাক । নাম ও জপের উদ্দেশ্য যদি জেনে করতাম তবে বাস্তব সমাজ জীবনে শাস্ত্রের মূল কথা যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ আমরা সঠিক ভাবে করতে পারতাম । সমাজের শূন্যস্থান গুলি পূরনের লক্ষে এগিয়ে গিয়ে সমাজকে মুক্ত করে নিজেও মুক্ত হতে পারতাম। যদি আমরা বিরাট মহানামের অর্থবোধ অনুভব করতে পারতাম তাহলে "**ফাকি দিলে ফাঁকে পড়বে**" কড়াচাবুকে যে বাস্তব সমাজ জীবন নাটকের উদাহরন আমাদের পরমপিতা তুলে ধরেছিলেন, সেই বাস্তব সমাজের রূপটা আমরা সমাজের কাছে তুলে ধরে এক চেতনার বিপ্লব নিশ্চয়ই আনতে পারতাম। কিন্তু কর্মীরা বাস্তবের ধারা থেকে সরে যাওয়ার ফলে শোষক গোষ্টীরা আপাতত সফল হল ঠিকই, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মীদেরও বিরাট পরীক্ষা হয়ে গেল । বেশীর ভাগ কর্মীরাই একলাফে মুক্তির পথ অর্থাৎ —— মহাকাশের মহাতত্ত্বের ধারায় অজানা পথে দাদা নেতাদের হাত ধরে ধারণা, কল্পনার

মাধ্যমে মুক্তির পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন । কিন্তু বেদ বলছে, মুক্ত অবস্থা এলেই ঐ মুক্ত পথের পথিক হওয়া যায় । শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন- "**আগে নিজেকে মুক্ত অবস্থায় আনতে হবে । বাস্তবে ক্লেদ পঙ্কিলতাগুলো পরিস্কার করে সমাজসংসার ও জীবজগৎকে ক্লেদমুক্ত করতে পারলেই নিজে মুক্ত হওয়া যায় । সেটাই প্রকৃত মুক্ত অবস্থা । কঠিন বরফ গলে গলে জলের ধারা আপনি মুক্ত পথে প্রবাহিত হয়ে যায় । ভাগ্য অদৃষ্টের উপর ছেড়ে না দিয়ে নিয়মিত ধারায় কাজ করে যাও । ঠিকমত সরগম্ সাধলে সফলতা আসবেই।**" আমরা কর্মীরা ঐ অজানা পথের চিন্তা করে বাস্তবের জানা পথগুলি ধরে ধরে এখানকার কাজগুলি না সেরে লক্ষকোটি টাকা ব্যয় করে নাম ঘর বানিয়ে এক জায়গায় শতবর্ষ মহানাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি । দ্বারে দ্বারে মহানামের বিরাট উদ্দেশ্য এই ভাবে ব্যহত হল । শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছিলেন- ''**তোমরা অজানা আকাশের কথা চিন্তা না করে জানা জগৎটাকে সুন্দর কর এবং সমাজ জীবনের ক্লেদ মুক্ত করে, নিজে মুক্ত হয়ে চিন্তা করবে - সেখানে কি আছে ।**'' তার আগে পর্যন্ত বেদ ধর্মের মানচিত্রে ঐ পথে তিনি প্রবেশ নিষেধ বোর্ড লাগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন- "**মডেল মানচিত্র দেখে যেমন ভূমন্ডলকে জানা যায়, তেমনি নমুনা স্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করেই অসীমের বিবরণ আমরা জানতে পারব। পরিদৃশ্যমান জগৎকে জানাবার জন্য এখন ধরার ধারাপাতা।**" আদর্শলিপি পাঠের উদ্দেশ্যেই পথম ধারাপাতা গুলোকে আমরা উপেক্ষা করে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব অর্জন না করে তার পরবর্তী অধ্যায়ে যাওয়ার জন্য NO Entry বোর্ড উঠিয়ে দিয়ে সেই পথেই যাত্রা করেছিলাম । এই ভাবে দেখা গেছে কর্মীরা ভাব, উচ্ছাস, কল্পনা ও গল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন । সন্তানগণ যে ভীত তৈরীর কাজে নেমেছিলেন তা মাঝ পথে ষড়যন্ত্রকারীরা থামিয়ে দিল। তারা চায় নি বেদের আদর্শে সমাজ গড়ে উঠুক এবং দেশে শান্তি ফিরে আসুক ।''ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়বে''কড়াচাবুকে ঠাকুর যে বাস্তব সমাজ জীবন নাটকের কথা বলেছিলেন - সেটি ছিল ভীত তৈরীর কাজ । সবাইকে সজাগ করে টোকা দেওয়ার কাজ কিন্তু শোষক গোষ্ঠীরা বেদ কর্মীদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করতে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কার্যসিদ্ধি করে নিল । কিন্তু তাদের হাত করতে পারলো না যারা বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত, নৈতিক আদর্শে আস্থাবান সেইসব যুবককে তারা কোন মতেই হাত করতে পারল না তাই সন্তান দলের কর্মীদের মধ্যে সোশ্যাল সাইটে প্রায়ই দেখা যায় বাগবিতণ্ডা । এক পক্ষ হল দাদা নেতাদের রক্ষার প্রয়াসে ব্যস্ত যাদের কাছে ৯৩ সালের ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক আবার আরেকদল রয়েছে যারা শ্রীশ্রী ঠাকুরের মতাদর্শে বিশ্বাসী- তারা সংখ্যায় খুব কম । পান্ডব সংখ্যায় কম আর কৌরব সংখ্যায় বেশী । কড়াচাবুকে উল্লেখিত "সমাজ জীবন" বাস্তব নাটকে যারা পাবলিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন - তারাই ছিলেন দর্শক। সমাজ জীবনে নাটকে যারা শোষক গোষ্ঠীর ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, ''দর্শকরা সেই নাটকের চরিত্রগুলি বাস্তব জীবনে দেখে এসেছে তাই নাটকের ক্লাইমেক্স যখন উঠলো তখন এমন ভাবে অভিনয় চলল যে, একজন হঠাৎ করে দৌড়ে গিয়ে নাটকের মজুতদারের মাথায়ই বাড়ি দিয়ে বসলো । সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত । তাকে নিয়ে যাওয়া হল নাটকের হাসপাতালে নয়, আসল হাসপাতালে ।'' সমাজ জীবনের নাটকে আমরা যে দর্শক দেখেছি সেই দর্শক নাটকের ভূমিকায় হলেও নাটকটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছিল - প্রতিকার ও প্রতিবিধান করতে হবে । সচেতন হতে হবে , তবেই বর্ডার গার্ড দেওয়া সম্ভব ।

ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়বে কড়াচাবুকের এই বাস্তব নাটকের মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করে তোলাই ছিল শিকারীকে শিকার ধরিয়ে দেওয়া। ঠাকুর বলেছিলেন- "জনগনের মধ্যে বেশীর ভাগই একশ্রেণীর শোষকগোষ্ঠীর দ্বারা নির্যাতিত, লাঞ্ছিত , নিপীড়িত। এই জনমানুষের সুর স্বভাবতঃই বিপ্লবমুখী, সংগ্রামমুখী হয়ে রয়েছে, সুযোগ সুবিধার অভাবে ঐ বিপ্লব ও সংগ্রামের ধারা চাপা পড়ে আছে মাত্র। একটু সুযোগ পেলেই তার স্ফুরণ হবে।...ভারতবাসীর রক্তে বিপ্লবের বীজ রয়েছে।" তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন- আমার এক হাতে দিয়াশলাই এবং আরেক হাতে কাঠি সংযোগের অপেক্ষা।" জনচেতনাই সেই সংযোগ তৈরী করবে। জনচেতনার সেই মানব সেতু বন্ধন কারা ভেঙ্গে দিল বিষয়টি প্রকৃত বেদকর্মীদের ভাবা উচিৎ। **''বাঁশই হলো আমাদের শাল- বাঁশই হলো আমাদের কাল"** এই কড়াচাবুকে পরমপিতা একজায়গায় বলেছিলেন - **আমি কলকাতায়ও দেখেছি আবার নর্থ বেঙ্গলেও লক্ষ্য করলাম , বর্তমান সমাজের একটা হতাশাজনক পরিস্থিতিতে দেশের যুবক সম্প্রদায় পথভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। কোন রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের ঠিক পথ দেখাতে পারছে না। কারুর উপরেই তারা আস্থা রাখতে পারছে না। বেদের বানী তাদের মধ্যে একটা আশার আলো জ্বালাতে পেরেছে। তারা বেশীর ভাগ এ পথে এসে স্বস্তি পেয়েছে। এখন তারা নতুন উৎসাহে, পূর্ণ উদ্যমে কাজে নেমে গেছে। আমি নিজেও এক বিরাট আশা নিয়ে ফিরে এসেছি। যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন সাড়া পেয়েছি, তেমনি সাড়া পেয়েছি কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে। এবার আমি গ্রামে গ্রামে, মাঠে ঘাটে, পথে প্রান্তরে কৃষকদের সাথেও কাজ করেছি তাদের থেকেও আমি অভুতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। মোট কথা উত্তরবঙ্গে ধরতে পার শতকরা আশি ভাগ লোক আমার বেদের সুরে সাড়া দিয়েছে। তারা এতটুকু বুঝেছে , তথাকথিত নেতা বা গুরু সাজতে আমি তাদের কাছে আসিনি। আমি পরিস্কার তাদের জানিয়েছি , আমার কথাগুলো রাজনীতির মতো হলেও এখানকার মামুলী ধর্মের কথা নয়। আমি রাজনীতি করতে আসিনি। নির্বাচন বা গদীর লোভ আমার নেই। আমি এসেছি তোমাদের মাঝে সাধারণ কর্মী হিসাবে।''** বর্তমানে দক্ষিণ বঙ্গের কিছু রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষক কিছু নেতা পরমপিতার সন্তান দের মধ্যে দলাদলির বীজ রোপন করতে উত্তর বঙ্গের সন্তান দলের কর্মীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে দল ভারী করতে বিগত দিনে চীট ফান্ড ব্যবসার নামে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। আবার গ্রাম্য সহজ সরল ভাইবোনদের অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড হাতিয়ে নিয়েছেন একটি সংস্থা আর.এন.আর. এন্টারপ্রাইজ।-সন্তান দলের গরীব ভাইবোনদের ভূয়ো নিবেশকারী দেখিয়ে কোম্পানীর কাল টাকা সাদা করার ব্যবসা চালাচ্ছিলেন। - বিষয়টি আয়কর দপ্তরের নজরে আসার পর সেই গরীব ভাইবোনদের কাছে আয়কর দপ্তর থেকে নোটিশ আসে পরে তাদের কোর্ট কাচারি করতে হয়েছিল। বই বিক্রি, পাথর বিক্রির ব্যবসার পাশাপাশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্তান দলের প্লাটফর্ম ও কর্মীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পণিগোষ্ঠীদের কাছেই ১৯৯৩ সালের শ্রীশ্রী ঠাকুরের ঘটনাটি সাবজেক্ট নয়। সন্তান দলের কিছু কর্মীরা এখানকার সমাজের গণিতের যোগাযোগ কেন্দ্রের কর্মীরূপে যশের বাসনা লোভের বাসনায় দাদা নেতাদের তল্পিবাহকে পরিণত হয়েছেন। এই ভাবে ব্যক্তি দল ও সম্প্রদায় কে ভারী করার জন্য তারা নানা -কৌশল অবলম্বন করে নানা ফিকির ও ফন্দির আশ্রয় গ্রহন করে কর্মীদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করে চলেছেন। এরাই সমাজকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। শ্রীশ্রী ঠাকুর সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- "তোমরা নেতাজীর আদর্শ অনুসরন কর আমি তাতে তৃপ্ত।" সুতরাং বেদ ধর্মের

মানচিত্রে যে -পশুত্ব , মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের কথা বলা হয়েছে সেখানে আমরা বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছি ? পশুত্বে নাকি মনুষ্যত্বে ? নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু মনুষ্যত্ব অর্জনের একমাত্র উপায় সম্বন্ধে বলেছিলেন- *" মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ করা । যেখানে যখন অত্যাচার অবিচার দেখিবে সেখানেই নির্ভীক হৃদয়ে শির উন্নত করে প্রতিবাদ করবে এবং নিবারনের জন্য প্রানপন চেষ্টা করবে । অত্যাচার দেখেও যে ব্যক্তি তা নিবারণ করার চেষ্টা করে না সে নিজের মনুষ্যত্বের অবমাননা করে । যে ব্যক্তি অনাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয় অথবা লাঞ্ছিত হয় সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়েই মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় ।"* আমাদের পরমপিতা বলেছেন- ত্যাগের মাধ্যমে শান্তি, আমরা কি শান্তিতে আছি ? শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছিলেন, নেতাজী শক্তি, সত্য ও বেদের পূজারী সমতা ও সমবন্টন তাঁর নীতি । তাঁকে শুধু রাজনীতির লোক হিসাবেই আমি দেখি না । সেভাবে তাঁকে বিচার করি না - চাইও না । তিনি নিজে দেশপ্রেমিক , অন্যের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে আছে, **তার ভাষনে, এমনকি তাঁর উপস্থিতিতেই সকলের মধ্যে প্রেরণা জেগে ওঠে** । নেতাজী বেদের বাণীকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। আমার বিশ্বাস এখনও তিনি সেই আদর্শকেই মনেপ্রানে গেঁথে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন । ...বেদ কে যদি ঠিক ভাবে পাঠ করা যায়, তার প্রকৃত অর্থ যদি উপলব্দি করা যায়, তবে নিজের ভেতর থেকেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার একটা ইচ্ছা জেগে উঠবে - উঠতে বাধ্য এবং সেই ইচ্ছা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা আসবেই । কারন বেদ প্রতিনিয়ত সেই নির্দেশই দিয়ে চলেছে । যারা বেদের আদর্শে অনুপ্রাণীত তাদের প্রতিবাদের ইচ্ছাশক্তি এত ক্ষীণ ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে কেন ? সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন- **" ব্যক্তির ও জাতীর জীবনে ইচ্ছাশক্তি পুনরায় জাগাইতে না পারলে মহৎ কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু আদর্শের প্রেরণায় ইচ্ছা শক্তি জাগরিত হয় । আমরা আদর্শকে ভুলেছি বলেই আমাদের ইছা শক্তি এত ক্ষীণ । বর্তমানের ভাব-দৈন্য বিদূরিত করে নিজ নিজ জীবনে আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে আমাদের প্রেরণা ও উদ্দীপনাশক্তি জেগে উঠবে না এবং প্রেরণাশক্তি না জেগে উঠলে চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত হবে না । তাই আদর্শবাদই যুব আন্দোলনের প্রাণ । আদর্শের চরণে আত্মসমর্পন করতে হবে । ঐ আদর্শের অনুসরনে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হবে । আদর্শের চরনে আত্মবলিদান করতে পারলে মানুষের চিন্তা, কথা ও কার্য এক সুরে বাঁধা হবে- ভিতর ও বাহির এক হয়ে যাবে । আদর্শের পশ্চাতে সারাটা জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা, এই tenacity of purpose আমাদের নাই । আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবাসি না । তাই আমরা করি গৃহ বিবাদ - তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মিরজাফর, উঁমিচাঁদ । আমরা যদি দেশকে একান্তরূপে ভালবাসতে শিখি তাহলেই আত্মবলিদানের ক্ষমতা লাভ করব , আমাদের চরিত্রে অবিরাম অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা tenacity of purpose ফিরে আসবে এই দুইটি বল tenacity of purpose বা moral stamina কোথায় পাব ? নিস্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢেলে দিলে - অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হলে** । শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছিলেন তোমরা সংগ্রাম করো ! এই সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম , এই সংগ্রাম বাঁচানোর সংগ্রাম। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক !

রাম নারায়ণ রাম

বেদধর্ম্মের মানচিত্র ঃ সংখ্যা -১

মার্চ- ১৯৮৩ ইং

সশস্ত্র বিপ্লব

[আলোচনা চক্রের পক্ষে- এই দুর্লভ মানচিত্রটি সমস্ত দেশে প্রচার করা হয়েছিল]

গত ৩০/৯/১৯৮২ তারিখটি আমাদের কাছে বিশেষ স্মরণীয় । কারন ঐ দিনে সন্তান দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মহাশয় সন্তানদলের মূল আদর্শে বিশ্বাসী সন্তানদের হাতে অধ্যাত্মবাদের রূপরেখা স্বরূপ বেদধর্মের মানচিত্র (১ম সংখ্যা) টি দিকে দিকে প্রচারের উদ্দেশ্যে তুলে দেন নিজে ঐ মানচিত্রটির নীচে স্বাক্ষর করে । সন্তানদলের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য এমন কি- তা বুঝবার ব্যাপারে ঐ মানচিত্রটি যে একটি অমূল্য সম্পদ তা আমাদের পরমপিতার মূল আদর্শে বিশ্বাসী সকল সন্তানই এক বাক্যে স্বীকার করবেন । সংস্কারবদ্ধ ধর্মের সঙ্গে বেদ-ধর্মের তফাৎ ঐ মানচিত্রটিতে খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরা হ'য়েছে । তাছাড়া তামাম্ দুনিয়ার অধিকাংশ ভন্ড গুরুদের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারীর আদর্শগত তফাৎ কি-তাও বোঝা যাবে ঐ মানচিত্র হ'তে ।